لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৬তম বর্ষ ॥ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

২৩ রবিউস সানি, ১৪১৫ হিঃ ॥ ১৫ই আশ্বিন, ১৪০১ বঙ্গাব্দ ॥ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২৩ পাউণ্ড ॥

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ৬ষ্ঠ সংখ্যা (৫৬তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (তফসীরসহ)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

অনুবাদ : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৫

জার্মানীর সালানা জলসার সমাপ্তি ভাষণ
হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ ১১

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফার তরফ থেকে সৌদী গেজেটের ধর্মীয় এডিটরের প্রতি মোবাহেলার চ্যালেঞ্জ ২৪

'খতমে নবুওয়ত' ও 'মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' সাহেব

অনুবাদ : জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ২৫

পত্র-পত্রিকা থেকে ঃ ৩০

'ইসলামী রাষ্ট্র' পাকিস্তানে ৩৪

ছোটদের পাতা

পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৩৬

সংবাদ ৪০

আসহাবে কাহ্‌ফের পাতা—আররকীম ৪১

সম্পাদকীয় ঃ ৪৩

---

০ মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের একটি ফ্যাক্সের জবাবে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ফ্যাক্সের মাধ্যমে সকলকে ভালবাসা পূর্ণ সালাম জানিয়েছেন। তিনি ধৈর্যের সাথে নির্ধারিত দোয়াগুলো পাঠ করার জন্যে তাকিদ প্রদান করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন—বিরুদ্ধবাদীদের সময় সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। এখন সত্যের জ্যোতিঃ ছড়িয়ে পড়বে আর মিথ্যে তার সকল জারি জুড়ি সহ পলায়ন করবে।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৫৬তম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ : ৩০শে তাবূক, ১৩৭৩ হিঃ শামসী : ১৫ই আশ্বিন, ১৪০১ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আলে ইমরান-৩

৯১। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের ঈমান আনার পর, অনন্তর অস্বীকারে আরও বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের তওবা আদৌ কবুল (৪৩৭) করা হইবে না, বস্তুতঃ তাহারাই পথভ্রষ্ট।

৯২। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং কাফের থাকা অবস্থায় মারা গিয়াছে, তাহাদের কাহারও নিকট হইতে পৃথিবী-ভরা স্বর্ণও আদৌ কবুল করা হইবে না যদিও সে উহা মুক্তি-পণ হিসাবে পেশ করে। ইহারাই এমন যাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হইবে না। ৯ম রুকূ

৯৩। তোমরা কখনও পুণ্য (৪৩৮) অর্জন করিতে পারিবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যাহা ভালবাস উহা হইতে খরচ কর, এবং যাহা কিছু তোমরা খরচ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা উত্তমরূপে অবগত আছেন।

৪৩৭। এই আয়াতের অর্থ ইহা নয় যে, ধর্মত্যাগীদের অনুশোচনা ও পুনরাগমন কখনও গৃহীত হইবে না, কেননা ৩:৯০ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, অনুশোচনা সকল পর্যায়েই গ্রহণযোগ্য। এখানে ঐ সকল লোকের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা কেবল মুখে মুখে অনুশোচনা করে, অথচ অনুশোচনা দ্বারা নিজেদের জীবনে সত্যিকারের কোনও বাস্তব পরিবর্তন আনয়ন করে না, বরং অবিশ্বাসীদের মত আচরণেই লিপ্ত থাকে।

৪৩৮। সত্যিকার বিশ্বাস, যাহা সকল মঙ্গলের আকর ও সকল পুণ্য কর্মের উৎস, তাহা অর্জন করিতে হইলে, বিশ্বাসীকে সকল আরাম-আয়েশ ও প্রিয়তম বস্তুকে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সর্বোচ্চ স্তরের বিশ্বাস ও ধর্মপরায়ণতা লাভের জন্য আল্লাহ্র রাস্তায় ভালবাসার বস্তুকে বিলাইয়া দিতে হইবে। সত্যিকার কুরবানীর চেতনা হৃদয়ে না থাকিলে, নৈতিকতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করা যায় না।

৯৪। সকল খাদ্যই বনী ইস্‌রাঈলের (৪৩৯) জন্য হালাল (৪৪০) ছিল—কেবল উহা ব্যতিরেকে যাহা ইস্‌রাঈল (ইয়াকুব) তওরাত নাযেল হওয়ার পূর্বে নিজের জন্য নিষিদ্ধ করিয়াছিল। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তওরাত আন এবং উহা পাঠ কর।'

৯৫। অতএব, ইহার পরও (৪৪১) যাহারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে, প্রকৃত পক্ষে তাহারাই যালেম।

৯৬। তুমি বল, 'আল্লাহ্‌ সত্য বলিয়াছেন, সুতরাং (আল্লাহ্‌র প্রতি) একনিষ্ঠ (৪৪২) ইব্‌রাহীমের দীনের অনুসরণ কর, সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

৯৭। নিশ্চয় মানব জাতির জন্য সর্ব প্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল তাহা হইল বাক্কাতে, (৪৪৩) উহা বরকতপূর্ণ এবং হেদায়াতের কারণ—সমগ্র জগতের জন্য।

৪৩৯। ইয়াকুব (জেকব)-কে দিব্যদর্শনে (কাশফে) ইস্‌রাঈল নামে অভিহিত করা হইয়াছিল (আদি পুস্তক-৩২:২৮)।

৪৪০। কোনও কোনও খাদ্য-বস্তু, যাহা ইস্‌রাঈলীরা খাইত না, ইসলামে সেইগুলি খাওয়ার অনুমতি আছে। সেরূপ একটি বস্তু হইল পশুর নিতম্ব-মাংস, যাহার উল্লেখ আদি পুস্তক ৩২:৩২ তে আছে। ইয়াকুব (আঃ) নিতম্ব-বেদনায় (সায়াটিকা) ভুগিতেন, তাই তিনি ডাক্তারী কারণে নিজে পশুর নিতম্ব-মাংস পরিহার করিতেন, খাইতেন না। ইহা ছিল তাহার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বনী ইস্‌রাঈলগণ ইহাকে সাধারণ নিয়মে পরিণত করিয়া নিয়াছিল।

৪৪১। 'যালিকা' (উহা) বলিতে উপরোক্ত আয়াতের বক্তব্যকে বুঝাইয়াছে। এই কথা বলা যে, আল্লাহ্‌তা'লা অমুক-অমুক বস্তু খাইতে বারণ করিয়াছেন, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্‌ তাহা বারণ করেন নাই, নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার শামিল।

৪৪২। ইব্‌রাহীম (আঃ) সর্বদাই আল্লাহ্‌তা'লার অনুগত ছিলেন—এই কথা বলিয়া আয়াতটি বুঝাইতে চাহে যে, তিনি নিজের ইচ্ছায় কখনও কোন খাদ্য বস্তুকে নিষিদ্ধ করেন নাই, যেমনটি করিয়াছে ইহুদীরা। আয়াতটির মর্মার্থ হইল, এই বিষয়ে ইসলাম ইহুদীদের সহিত মতভেদ করিয়া নবীগণের পথ ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে যায় নাই, বিশেষ করিয়া, ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তো নয়ই।

৪৪৩। মক্কা উপত্যকারই অপর এক নাম 'বাক্কা'। 'মক্কা'র 'ম' পরিবর্তিত হইয়াছে 'ব'তে। এই দুইটি অক্ষর 'ম' ও 'ব' পরস্পরের স্থলাভিসিক্ত হয়, যেমন লাজিম হইতে লাজিব। কুরআন এখানে আহ্‌লে কিতাব বা গ্রন্থধারীগণের (খৃষ্টান ও ইহুদীদের) দৃষ্টি এই বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতেছে যে, মক্কাই সর্বপেক্ষা পুরাতন, সত্য ও আদি ধর্ম-কেন্দ্র, যাহা আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং প্রথম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহুদী ও খৃষ্টানগণ যে ধর্মশালা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তী কালের ব্যাপার। ২:১২৮ আয়াত দেখুন।

হাদিস শরীফ

আল্লাহ্‌তা'লার ভালোবাসা

অনুবাদ ও ব্যাখা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন ঃ

و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنو اشد حبا لله (البقرة : ١٦٥)

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এমন কতক আছে যারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যদেরকে তার সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করে তারা তাদিগকে (মিথ্যা খোদাদেরকে) আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার ন্যায় ভালোবাসে কিন্তু যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্‌কে খুব বেশী ভালোবাসে।

(সূরা বাকারা : ১৬৬)

হাদীস ঃ

عن ابى الدرداء رضى الله عنه قال قال رسول الله صلعم كان من دعاء داؤد عليه السلام اللهم إنى اسئلك حبك وحب من يحبك والعمل الذى يبلغنى حبك اللهم اجعل حبك احب الى من نفسى واهلى ومن الماء البارد

(ترمذى كتاب الداءوات)

অনুবাদ : হযরত আবু দারদা (রা:) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম (সা:) বলেছেন যে, হযরত দাউদ (আ:) এই দোয়া করতেন যে, হে আমার আল্লাহ্‌! আমি তোমার ভালোবাসা চাই এবং ঐ সকলের ভালোবাসা চাই যারা তোমাকে ভালোবাসে ও ঐ সকল কাজ করতে (শক্তি) চাই যা তোমার ভালোবাসা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। হে আমার আল্লাহ্‌! তোমার ভালোবাসা আমার জীবন, পরিধারবর্গ ও ঠাণ্ডা পানির চাইতেও প্রিয় বানিয়ে দাও। (তিরমিযী, কিতাবুদ্‌ দাওয়াত)

ব্যাখ্যা : মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাই তিনি তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টির পথ প্রদর্শন করার জন্যে যুগে যুগে নবী প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ্‌র এ সকল প্রেরীতগণ আমাদিগকে জানিয়েছেন যে, খোদার ভালোবাসা অর্জনই একমাত্র তাঁর নৈকট্যে নিয়ে যেতে পারে। খোদার ভালোবাসা অর্জন করতে হলে তাঁকে সব কিছুর চাইতে অধিক ভালোবাসতে হবে। সুতরাং আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁদের জীবন দ্বারা তাঁদের অনুসারীদের জন্যে আদর্শ রেখে গেছেন যে, খোদাকে কীভাবে ভালোবাসতে হয়।

হযরত খাতামুল আম্বীয়া (সাঃ)-এর সারাটা জীবন খোদার প্রেমে বিভোর ছিল। এমন কি তাঁর ঘোরতর শত্রুরা বলে উঠেছিল عشق محمد ربه যে, মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর প্রভুর প্রেমে পড়ে গেছে।

হযরত নবী করীম (সাঃ) তাঁর জীবনের প্রতিটি মূহূর্তকে খোদার ভালোবাসার জন্যে ব্যয় করেছেন। প্রতিটি কর্মের উদ্দেশ্য ছিল খোদার সন্তুষ্টি। অর্থাৎ তাঁর চলাফেরা উঠা-বসা খাওয়া-দাওয়া যেন সব কিছুই খোদার জন্যে। তাই তো খোদাতা'লা 'যিকরার রাসূলা' বলে সম্বোধন করেছেন যে, তিনি তো মূর্তিমান (খোদাকে) স্মরণকারী রসূল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তা'লা মুমেনগণের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তারা পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের তুলনায় খোদাকে সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয় এবং খোদা তাদের সবচেয়ে প্রিয় ও ভালোবাসার কেন্দ্র বিন্দু। খোদার সন্তুষ্টিও তাঁর ভালোবাসাই হলো তাদের জীবন।

হযরত রসূল করীম (সাঃ) যিনি সমগ্র মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও রসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যার মত অন্য কেউ খোদাকে স্মরণ করেন নি, তিনি হযরত দাউদ (আঃ)-এর একটি দোয়াকে স্মরণ করে উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে অনুরূপভাবে দোয়া করতে বলেছেন। অর্থাৎ হযরত দাউদ (আঃ)-এর দোয়া তাঁর (সাঃ) নিকট খুবই সুন্দর ও উত্তম লেগেছিল। হুযুর (সাঃ) হযরত দাউদ (আঃ)-এর খোদার ভালোবাসা অর্জনের জন্যে দোয়াটিকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, খোদার ভালোবাসা অর্জন করতে হলে এই নশ্বর দুনিয়ার মোহকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং প্রতিটি বিষয়ে খোদাকে প্রাধান্য দিতে হবে। এমন কি নিজের জান, মাল, সন্তান-সন্ততির চাইতে ও পিপাসিত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার সময় ঠাণ্ডা পানি প্রাপ্তির সময়ও যেন খোদাকে প্রাধান্য দেই। মানব প্রকৃতি এই যে, সে নিজের জীবন, মাল ও সন্তানের জন্যে বহু অন্যায় ও অপরাধ করে থাকে। আর এগুলিকে ধরে রাখার জন্যে শিরকে লিপ্ত হয়; এমন কি খোদাকেও ছেড়ে দেয়। আল্লাহ্র রসূল আমাদিগকে জানিয়েছেন যে, খোদার ভালোবাসা পেতে হলে তাঁকে প্রত্যেক বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। খোদাকে ভালোবাসার শক্তিও তাঁর কাছে চাইতে হবে। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। তাই কল্যাণমূলক কাজের তৌফীকও তাঁর ইচ্ছায়ই হতে পারে। খোদার সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা তাঁকে ভালোবাসতে পারবো না। তাই আমাদের মুখে যেন সর্বদা হযরত দাউদ (আঃ)-এর ন্যায় দোয়া থাকে, প্রিয় নবীর (সাঃ) ন্যায় দোয়া থাকে যে, হে খোদা আমরা তুচ্ছ নগণ্য গুনাহগার, আমরা তোমার ভালোবাসা চাই। ভালোবাসা অর্জনের কাজ করার তৌফীক চাই। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন খোদার ভালোবাসাকে সামনে রেখে প্রতিটি কর্ম করি ও তাঁর ভালোবাসা অর্জন করতে পারি। আমীন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

(৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

অনুবাদঃ নাজির আহমদ ভুঁইয়া

বলা বাহুল্য, ইচ্ছাকৃত না হইলেও সত্য ঘটনা না মানা ক্ষতিকর হয়। উদাহরণস্বরূপ চিকিৎসকগণ ইশ্‌তেহার দিলেন যে, সিফিলিসে আক্রান্ত স্ত্রী লোকের নিকট যাইও না এবং এক ব্যক্তি এইরূপ স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসিল। এমতাবস্থায় তাহার কথা বলায় কোন্ লাভ হইবে যে, আমি চিকিৎসকগণের এই ইশ্‌তেহার সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না, আমার কেন সিফিলিস হইল'? বাবা নানক ঠিকই বলিয়াছেন : ع منڈے کمیں نا نکا جڑ کر منداھو (অর্থ :—হে নানক, মন্দ কাজের ফল পরিণামে মন্দই হয় (গ্রন্থকার)।

হে নির্বোধেরা! যেখানে খোদা তাঁহার সুন্নত অনুযায়ী স্বীয় চিরস্থায়ী ধর্মের 'হুজ্জত' পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন সেখানে সন্দেহের অবকাশ ঘটানো এবং খোদার 'হুজ্জত' পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নিরর্থক কথা পেশ করার কি প্রয়োজন্ আছে? যদি প্রকৃতপক্ষে খোদাতা'লার জ্ঞানে এমন কেহ থাকে যাহার উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হয় নাই তবে, তাহার সহিত খোদার বুঝাপড়া হইবে। আমাদের এই বিতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। হাঁ, নাবালক শিশু এবং পাগল বা এইরূপ কোন দেশের অধিবাসী যেখানে ইসলাম পৌঁছায় নাই—এইরূপ ব্যক্তি যাহারা ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত এবং অনবহিত অবস্থায় মরিয়া যায়, তাহারা অপারগ।

এতদ্ব্যতীত এই বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে, আবদুল হামিদ খান নিজ শ্রেণীভুক্তদের অনুসরণ করিয়া আমার উপর এই অপবাদ লাগাইয়াছে যে, আমি মিথ্যা বলিয়া আসিতেছি, আমি দাজ্জাল হারামখোর এবং আত্মসাৎকারী। সে তাহার পুস্তক "আল্ মসীহুদ্দাজ্জাল' এ আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার দোষারোপ করিয়াছে। বস্তুতঃ সে আমার নাম উদর পুর্তিকারী, প্রবৃত্তির দাস, অহংকারী, দাজ্জাল, শয়তান, জাহেল, উন্মাদ, মিথ্যাবাদী ও হারামখোর রাখিয়াছে। সে তাহার "আল্ মসীহুদ্দাজ্জাল" পুস্তকে আমার বিরুদ্ধে ঐ সকল দোষারোপ করিয়াছে যাহা আজ পর্যন্ত ইহুদীরা হযরত ঈসার উপর আরোপ করিয়া আসিয়াছে। অতএব ইহা খুশীর ব্যাপার যে, এই উম্মতের ইহুদীরাও আমার বিরুদ্ধে ঐ সকল দোষারোপই করিয়াছে। কিন্তু আমি এই সকল অপবাদ ও গালমন্দের উত্তর দিতে চাহি না। বরং আমি এই সব কিছুই খোদাতা'লার নিকট সোপর্দ করিতেছি। আবদুল

হাকিম ও তাহার নিজ শ্রেণীভুক্তরা আমাকে যেইরূপ মনে করে আমি যদি তদ্রূপই হই তাহা হইলে খোদাতা'লার চাইতে অধিক আমার দুশমন আর কে হইবে? যদি আমি খোদাতা'লার দৃষ্টিতে এইরূপ না হই তবে এই সকল কথার উত্তর খোদাতা'লার উপর ছাড়িয়া দেওয়াই আমি উত্তম পন্থা বলিয়া মনে করি। খোদার বিধান সর্বদা এইরূপ যে, যখন পৃথিবীতে কোন ফয়সালা হয় না তখন খোদার কোন রসূল সম্পর্কিত বিষয় তিনি নিজের হাতে নিয়া নেন এবং তিনি নিজেই ইহার ফয়সালা করেন। যদি বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কেহ চিন্তা করে তবে সে দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের অভিযোগের দ্বারাও আমার অলৌকিকতাই প্রমাণিত হয়। কেননা যে স্থলে আমি এইরূপ এক যালেম ও খল-প্রকৃতির মানুষ যে একদিকে ২৫ বৎসর যাবৎ খোদাতা'লা সম্পর্কে মিথ্যা বলিতেছে এবং রাত্রে নিজের পক্ষ হইতে দুই চারটি কথা বানাইয়া লয় ও সকালে বলে ইহা খোদার ইলহাম, অন্যদিকে খোদাতা'লার বান্দাদের উপর এই যুলুম করিতেছে যে, তাহাদের হাজার হাজার টাকা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছে এবং হারামখোরী করিতেছে, মিথ্যা বলিতেছে, নিজ প্রবৃত্তির তাড়নায় তাহাদের ক্ষতি সাধন করিতেছে এবং নিজের মধ্যে সর্ব প্রকারের দোষ-ত্রুটি রহিয়াছে, যে স্থলে শাস্তির পরিবর্তে খোদার দয়া আমার উপর অবতীর্ণ হইতেছে। আমার বিরুদ্ধে যে সকল ষড়যন্ত্র করা হয় খোদা দুশমনদের ঐ সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দেন। এই সকল হাজার হাজার পাপ, মিথ্যা বানাইয়া বলা, যুলুম ও হারামখুরীর দরুন না আমার উপর বজ্রপাত হয়, না আমাকে মাটিতে পুতিয়া ফেলা হইতেছে। বরং সকল দুশমনের তুলনায় আমি সাহায্যপ্রাপ্ত হইতেছি। বস্তুতঃ তাহাদের কয়েকটি আক্রমণ সত্ত্বেও আমাকে রক্ষা করা হইয়াছে। * হাজার হাজার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কয়েক লক্ষ লোক আমার জামা'তভুক্ত হইয়াছে। অতএব ইহা যদি অলৌকিকতা না হয় তবে অলৌকিকতা কাহাকে

---

* টীকা: ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন ডগলাসের আদালতে আমার বিরুদ্ধে খুনের মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। আমাকে উহা হইতে রক্ষা করা হয় বরং রেহাই পাওয়ার খবর আমাকে পূর্বাহ্নেই দেওয়া হয়। আমার বিরুদ্ধে ডাক বিভাগের আইন ভাঙ্গার মোকদ্দমা চালানো হয়, যাহার শাস্তি ছিল ৬ মাসের কারাদণ্ড। ইহা হইতেও আমাকে রক্ষা করা হয় এবং সসম্মানে মুক্তি পাওয়ার খবর আমাকে পূর্বাহ্নেই দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে মিষ্টার ডুই আমার বিরুদ্ধে ডেপুটি কমিশনার-এর আদালতে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা চালায়। অবশেষে ইহা হইতেও খোদা আমাকে মুক্তি দান করেন এবং দুশমনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। এই মুক্তিদানের পূর্বাহ্নেই আমাকে খবর দেওয়া হয়। অতঃপর করমদীন নামের এক ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে সনসার চান্দ নামে বিলমের এক ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করে। ইহা হইতেও আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে মুক্তি দেন এবং

(টিকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পাতায় দেখুন)

বলে? অতএব ইহার দৃষ্টান্ত যদি বিরুদ্ধবাদীদের নিকট থাকে তবে তাহারা উহা পেশ করুক। নতুবা لعنت الله على الكاذبين (অর্থ:—মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত—অনুবাদক) বলা ছাড়া আর কি বলিতে পারি। আমার ২৫ বৎসর যাবৎ মিথ্যা বানাইয়া বলার কোন দৃষ্টান্ত কি তাহাদের নিকট আছে, যে মিথ্যা বানাইয়া বলার এই দীর্ঘ সময় সত্ত্বেও খোদার সমর্থন ও সাহায্যের শত শত নিদর্শন লাভ করিয়াছে এবং যাহাকে দুশমনদের প্রত্যেকটি আক্রমণ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে? .... فاتوا بها ان كنتم صادقين (অর্থ: অতএব উহা উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক—অনুবাদক)।

সার কথা এই যে, এখন আমার ও বিরুদ্ধবাদীদের ঝগড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে। এখন এই মোকদ্দমা তিনি নিজেই ফয়সালা করিবেন, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। যদি আমি সত্যবাদী হই তবে নিশ্চয় আকাশ আমার জন্য এক শক্তিশালী সাক্ষ্য দিবে, যদ্বারা শরীর কাঁপিয়া উঠিবে। যদি আমি ২৫ বৎসরের অপরাধী হই, যে এই দীর্ঘকাল ব্যাপী খোদার নামে মিথ্যা বানাইয়া বলিয়াছে, তাহা হইলে আমি কীভাবে বাঁচিতে পারি? এমতাবস্থায় যদি তোমরা সকলে আমার বন্ধুও হইয়া যাও তবুও আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইব। কেননা তদবস্থায় খোদার হাত আমার বিরুদ্ধে থাকিবে। হে লোকেরা! তোমাদের স্মরণ থাকা দরকার আমি মিথ্যাবাদী নহি, বরং অত্যাচারীত। আমি খোদার নামে মিথ্যা বলি না, বরং আমি সত্যবাদী। আমার উপর নির্যাতনের এক যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে। ইহা সেই কথা, যাহা আজ হইতে ২৫ বৎসর পূর্বে খোদা বলিয়াছেন। ইহা বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ খোদার এই ইলহাম—"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে জগদ্বাসী তাহাকে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশ করিবেন।" ইহা ঐ সময়কার ইলহাম যখন আমার পক্ষ হইতে না কোন আহ্বান ছিল এবং না কেহ

(টিকার অবশিষ্টাংশ)

খোদা পূর্বাহ্নেই আমাকে এই মুক্তিদানের খবর দেন। অতঃপর এই করমদীনই আমার নামে গুরুদাসপুরে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করে। ইহা হইতেও আমাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং এই মুক্তির খবর খোদা আমাকে পূর্বাহ্নেই দান করেন। অনুরূপভাবে আমার দুশমনেরা আমার উপর আটটি আক্রমণ চালায় এবং আটটিতেই তাহারা ব্যর্থ হয়। ইহাতে খোদার ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়, যাহা আজ হইতে ২৫ বৎসর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ এই ভবিষ্যদ্বাণী—ينصرك الله في مواطن (অর্থ: আল্লাহ্ তোমাকে মোকাবেলার ময়দানে সাহায্য করিবেন-অনুবাদক) ইহা কি অলৌকিকতা নহে?

আমার অস্বীকারকারী ছিল। কেবল ভবিষ্যদ্বাণীর রঙে এই কথা ছিল, যাহা বিরুদ্ধবাদী মৌলবীরা পূর্ণ করিল। অতএব তাহারা যাহা চাহিল তাহাই করিল। এখন এই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ হওয়ার সময়। অর্থাৎ এই অংশ "কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশ করিবেন"।

আফসোস, খোদাতা'লার যে সকল নিদর্শন খোলাখুলিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ঐগুলি দ্বারা তাহারা উপকার লাভ করিতে চেষ্টিত হয় নাই। যে কয়েকটি নিদর্শন তাহারা বুঝিতে পারে নাই ঐগুলিকে তাহারা আপত্তির লক্ষ্যস্থল বানাইয়া লইয়াছে। এই জন্য আমি জানি এই ফয়সালাতে বিলম্ব হইবে না। আকাশের নীচে ইহা বড় যুলুম হইয়াছে যে, খোদার এক প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের সহিত তাহারা যাহা চাহিয়াছে তাহাই করিয়াছে এবং যাহা চাহিয়াছে তাহাই লিখিয়াছে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আবদুল হাকিম খান তাহার "যিক্‌রুল হাকিম" পুস্তিকার ৪৫ পৃষ্ঠায় আমার সম্পর্কে এই কথা লেখে, "আমি আপনার কোন ত্রুটি বিচ্যুতি দেখি না। আমার ঈমান এই যে, আপনি মসীহের সাদৃশ্য। আপনি মসীহ। আপনি নবীগণের সাদৃশ্য।" অতঃপর এই পুস্তিকার ১২ পৃষ্ঠার ১৫ লাইন হইতে ২০ লাইন পর্যন্ত আমার সত্যায়নে তাহার এই বক্তব্য বড় অক্ষরে লেখা হইয়াছে "আমার খালাতো ভাই মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বেগ হুযূরের ঘোর বিরুদ্ধবাদী ছিল। তাহার সম্পর্কে স্বপ্নে আমি অবগত হই যে, যদি সে মসীহ্‌ যামানের বিরুদ্ধাচরণে লাগিয়া থাকে তবে সে প্লেগে ধ্বংস হইয়া যাইবে। সে শহরের বাহিরে আলো বাতাস খেলে এইরূপ একটি প্রশস্ত বাড়ীতে বাস করিত। এই স্বপ্নের কথা আমি তাহার সহোদর ভাই, চাচা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে শুনাইয়া দিয়াছিলাম। এক বৎসর পর সে প্লেগেই মারা যায়।" আবদুল হাকিম খানের পুস্তিকা "যিক্‌রুল হাকিম" এর ১২ পৃষ্ঠা দেখ। দেখ, এই ব্যক্তি আমার প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার সত্যায়নের ব্যাপারে একটি স্বপ্নও পেশ করে, যাহা সত্য প্রমাণিত হইল।

অতঃপর সে এই পুস্তিকার শেষাংশে এবং তাহা ছাড়া তাহার নিজ পুস্তক "মসীহ্‌ দাজ্জাল" এ আমার নাম দাজ্জাল এবং শয়তানও রাখে। সে আমাকে খেয়ানতকারী, হারামখোর এবং মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, আবদুল হাকিম খান তাহার এই দুইটি পরস্পর বিরোধী বর্ণনায় কয়েক দিনের ব্যবধানও রাখে নাই। একদিকে সে আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ বলিল ও নিজের স্বপ্ন দ্বারা আমাকে সত্যায়ন করিল। অন্যদিকে সে আমাকে যুগপৎ দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদীও বলিয়া দিল। সে এইরূপ কেন করিল তাহাতে আমার কোন পরোয়া নাই। কিন্তু প্রত্যেকের ভাবা উচিত যে, এই ব্যক্তির অবস্থা একজন হুস-জ্ঞান-হারানো ব্যক্তির অবস্থার ন্যায়, যাহার কথায় সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা রহিয়াছে। একদিকে সে আমাকে সত্য মসীহ বলিয়া স্বীকার করে, বরং আমার সত্যায়নে একটি সত্য স্বপ্ন পেশ

করে, যাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অন্যদিকে সে আমাকে সব কাফেরদের মধ্যে নিকৃষ্টতম কাফের মনে করে। ইহার চাইতে অধিক কোন স্ববিরোধিতা আছে কি? সে আমার প্রতি যে সকল দোষারোপ করে উহার সম্পর্কে তাহার ভাবা উচিত ছিল যে, যখন সে স্বপ্নের মাধ্যমে আমার সত্যতার সত্যায়ন করিল, বরং আমার সত্যায়নের জন্য খোদা হোসেন বেগকে প্লেগে ধ্বংসও করিয়া দিলেন, * এমতাবস্থায় এক দাজ্জালের জন্য কি খোদা তাহাকে মারিল? তাছাড়া খোদা কি ঐ দোষের কথা জানিতেন না, যাহা ২০ বৎসর পর সে জানিতে পারিল?* তাহার এই অজুহাত গ্রহণযোগ্য হইবে না যে, সে শয়তানী স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে এবং ইহাও একটি শয়তানী স্বপ্ন ছিল। কেননা এই কথাতো আমি স্বীকার করিতে পারি যে, প্রাকৃতিক গড়নের দরুন সে শয়তানী স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে এবং তাহার উপর শয়তানী ইলহামও হইয়া থাকিবে।* কিন্তু আমি স্বীকার করিতে পারি না যে, ইহা শয়তানী স্বপ্ন। কেননা কাহাকেও ধ্বংস করার জন্য শয়তানকে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। হাঁ, এখন আমার বিরুদ্ধাচরণের অবস্থায় তাহার নিকট যে সকল স্বপ্ন ও ইলহাম হইতেছে ঐগুলি শয়তানী স্বপ্ন ও শয়তানী ইলহাম। কেননা ঐ গুলির সহিত কোন খোদায়ী শক্তির

---

* টিকা: আব্দুল হাকিমের উচিত মোহাম্মদ হোসেন বেগের কবরে যাইয়া কাঁদিয়া বলে, তুমি অস্বীকারের ক্ষেত্রে সত্যবাদী ছিলে এবং আমি মিথ্যাবাদী ছিলাম। আমার পাপ ক্ষমা কর এবং খোদার নিকট হইতে জানিয়া আমাকে বল, এক মিথ্যাবাদী ও দাজ্জালের জন্য কেন তিনি আমাকে ধ্বংস করিয়া দিলেন।

* টিকা: এই বিষয়টিও ভাবিয়া দেখার যোগ্য, যে ব্যক্তি ২০ বৎসর পর্যন্ত লেখায় ও বক্তৃতায় আমাকে সমর্থন করিয়া আসিয়াছে এবং বিরুদ্ধবাদীদের সহিত ঝগড়া করিয়া আসিয়াছে, এখন ২০ বৎসর পরে এমন নতুন কোন্ কথা সে জানিতে পারিল? যে দোষের কথা সে লিখিয়াছে তাহাতো উহাই, যাহার উত্তর সে নিজেই দিয়া আসিতেছিল।

* টিকা: ইহাও আব্দুল হাকিমের হুস-জ্ঞান হারানোর লক্ষণ যে, যে স্বপ্নে তাহাকে মোহাম্মদ হোসেন বেগের মৃত্যু সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল এবং তদনুযায়ী হোসেন বেগ মরিয়াও গিয়াছিল সে ইহাকে শয়তানী স্বপ্ন আখ্যা দেয়। মনে হয় বিরোধিতার উত্তেজনা এই ব্যক্তির বুদ্ধি-জ্ঞানকে বিনাশ করিয়া দিয়াছে। যে স্বপ্নকে বাস্তব ঘটনা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিল এবং যাহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে হওয়ার ব্যাপারে মোহর লাগাইয়া দিল উহা কীভাবে মিথ্যা হইতে পারে? মিথ্যা ও প্রবৃত্তিগত স্বপ্নতো ঐগুলি, যাহা এখন ইহাদের বিপরীত হইতেছে এবং যাহাদের উপর সত্যের কোন মোহর নাই। কিন্তু এই স্বপ্নে শয়তানের এক বিন্দু হস্তক্ষেপ নাই। কেননা ইহা একটি ভীতিপ্রদ ঘটনার সহিত পূর্ণ হইয়াছে। জীবননদাতা

(টিকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পাতায় দেখুন)

নমুনা নাই। তাহার চেষ্টা করা উচিত যাহাতে শয়তান তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত আরো একটি আলোচনার বিষয় এই যে, আবদুল হাকিম খান নিজ পুস্তক "মসীহুদ্দাজ্জাল" এ অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীদের ন্যায় জনসাধারণকে এই ধোকা দিতে চাহিল যেন আমার ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ভুল। বস্তুতঃ যে ভবিষ্যদ্বাণী আবদুল্লাহ্ আথম সম্পর্কে ছিল, যে ভবিষ্যদ্বাণী আহমদ বেগের জামাতা সম্পর্কে ছিল, যে একটি ভবিষ্যদ্বাণী মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী ও তাহার কোন কোন বন্ধু সম্পর্কে ছিল, এইগুলি বর্ণনা করিয়া এই দাবী করা হয় যে, এইগুলি পুর্ণ হয় নাই। কিন্তু আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সম্পর্কে বার বার লিখিয়াছি যে, ঐগুলি আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী পুর্ণ হইয়া গিয়াছে। আব্দুল্লাহ্ আথম সম্পর্কে এবং তাছাড়া আহমদ বেগ ও তাহার জামাতা সম্পর্কে শত শত বার বর্ণনা করিয়াছি যে, এই দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী শর্তযুক্ত ছিল। আবদুল্লাহ্ আথম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীতে এই কথা ছিল যে, যদি সে সত্যের দিকে না ঝুঁকে তবে সে পনর মাসে ধ্বংস হইবে। আমার কথায় এই শর্ত ছিল না যে, সে বাহ্যিকভাবে মুসলমানও হইয়া যাইবে। ঝুঁকিয়া যাওয়া এইরূপ একটি শব্দ, যাহা হৃদয়ের সহিত সম্পর্ক রাখে।*

(টিকার অবশিষ্টাংশ)

ও মৃত্যুদাতাতো খোদার নাম, শয়তানের নাম নহে। হাঁ, এই সত্য স্বপ্ন দ্বারা মিয়া আব্দুল হাকিমের কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। কেননা হযরত ইউসুফের যুগে ফেরাউনও সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া ছিল। কোন কোন সময় বড় বড় কাফেরাও সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। বিপুল অদৃশ্যের জ্ঞান এবং এক বিশেষ পুরস্কার দ্বারা খোদার গৃহীত বান্দাগণকে সনাক্ত করা হয়। কেবল দুই একটি স্বপ্ন দ্বারা তাহা করা যায় না।

* টিকা: যদি কাহারো সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, সে পনর মাসের মধ্যে কুষ্ঠাব্যাধিগ্রস্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি সে পনর মাসের স্থলে বিশ মাসে কুষ্ঠাব্যাধিগস্ত হয় এবং তাহার নাক ও সকল অংগ-প্রত্যংগ খসিয়া পড়ে, তবে এই কথা বলা কি সমীচীন হইবে যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই? প্রকৃত ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত। (ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহঃ) বলেন ঃ

- স্মরণ রেখ, সত্যবাদিতা এমন একটি জিনিস যা মানুষের কার্যক্রম সম্বন্ধে বলে দেয়।
- আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যিকরে ইলাহীতে ভরপুর হওয়া উচিত।

জার্মানীর সালানা জলসার সমাপ্তি ভাষণ

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

(২৮শে আগষ্ট '৯৪, 'নাসের বাগ'—ফ্রাঙ্কফোর্ট-জার্মানী

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমূদ
সদর মুরব্বী

তাশাহুহুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আঃ) সূরা আল-হিজর-এর ১১-১৪ আয়াত তেলায়াত করেন :

ولقد ارسلنا من قبلك فى شيع الاولين ٥ وما ياتيهم من رسول الا كانوا
به يستهزءون ٥ كذالك نسلكه فى قلوب المجرمين ٥ لايومنون به وقد خلت
سنة الاولين ٥

অত:পর হুযূর বলেন :

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে জার্মানীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সালানা জলসা অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও আগের চেয়ে অধিকতর শান ও মর্যাদার সাথে সুষ্ঠু-সুন্দর ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হতে যাচ্ছে ? আমি এখন এ জলসার শেষ অধিবেশনে সমাপ্তি ভাষণ দিচ্ছি।

জলসায় উপস্থিতির ধারাবাহিক উন্নতির দিক দিয়ে ১৯৯১ সালে যোগদানকারীদের সংখ্যা ছিল বার হাজার। ১৯৯২ সালে আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে উহা বেড়ে ষোল হাজারে পৌঁছায় এবং ১৯৯৩ সনের জলসায় উপস্থিতি সংখ্যা আঠার হাজারে উন্নীত হয়। আর আজ এই জলসায় আল্লাহ্‌র ফযলে যোগদানকারীদের সংখ্যা হচ্ছে তেইশ হাজার। আল্লাহ্‌তা'লার অপার অনুগ্রহক্রমে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় এই উন্নতি অব্যাহত রয়েছে।

বয়আতের দিক দিয়ে, গতকাল যখন বসনিয়ানদের বয়আত অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তখন আমি জানিয়েছিলাম যে, জার্মানী জামা'তের জন্যে নতুন বয়আতের টার্গেট ছিল ১০ হাজার যা স্বয়ং জার্মানী জামাত আমার অনুমোদনক্রমে নিজেদের জন্যে নির্ধারণ করেছিল। এরপর (বছরের শেষ দিকে) নির্দিষ্ট সময় যতই নিকটবর্তী হতে আরম্ভ করলো ততই তাঁরা খুব উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন। (টার্গেট পুরা হবার জন্যে) দোয়ার আবেদন-পত্র পাঠাতে থাকলেন। এমন কি, কোন কোন পত্র থেকে প্রতীয়মান হচ্ছিল, যেন তারা আশা-ভরসা ও উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। কাজেই দোয়ার সাথে ক্ষমার আবেদনও শুরু হয়ে গেল এই মর্মে যে, "দোয়া তো করুন কিন্তু আমরা টার্গেটে পৌঁছুতে পারব না বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।" কিন্তু আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদেরকে এটাই বলতে থাকি, এখনও তো কিছু সময় হাতে আছে। আল্লাহ্‌র রহমতের উপরে আশা ভরসা রাখুন। দেখুন না শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কি হয়। সুতরাং গতকাল যখন বোসনিয়ানদের বয়আত অনুষ্ঠিত হয়—এর আগ

মুহূর্তে জার্মানী জামাতের আমীর সাহেব আমাকে জানালেন যে, তাঁরা টার্গেটের খুব নিকটে পৌঁছে গেছেন কিন্তু এখনও চার শ' সাতটি বয়আত কম আছে। সেই অনুযায়ী আমি ঘোষণা করলাম এবং সকলের কাছে দোয়ার জন্যে আবেদন জানালাম যে, আগামী বছর যেন উক্ত চার শ' সাতটি বয়আতের সংখ্যাও পুরা হয়ে যায়। তাছাড়া আগামী নতুন বছরের টার্গেটও পুরা হয়। আমি জার্মানী জামা'তের আমীর সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে সাহস যোগালেন এই বলে যে, "আপনি আগামী বছরে কেন ফেলছেন? কেন বলেন না যে, এখন এ জলসাতেই কমতি পুরা হোক—বাকী চারশ' সাতটি বয়আত যেন আমরা পেয়ে যাই।" অতএব, এখন আমি ঘোষণা করছি, আপনাদেরকে অবহিত করছি যে, আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে এই জলসা সমাপ্তির পূর্বেই চার শ' সাতের পরিবর্তে ছয় শতেরও অধিক সংখ্যক বয়আত আমরা লাভ করেছি। এইভাবে আল্লাহ্‌ তা'লা জার্মানীর জামা'তকে তাদের ১০ হাজারের টার্গেট পুরা করে অতিরিক্ত বয়আত করবার তৌফিক দান করেছেন। (আলহামদুলিল্লাহ্‌ আলা যালেক)।

যে আয়াতসমূহ আমি তেলাওয়াত করেছি সেগুলোর তরজমা হচ্ছে, "এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বেও আগেকার সম্প্রদায়সমূহের মাঝে বহু রসূল প্রেরণ করেছিলাম। আর তাদের নিকট এমন কোন রসূল আসেন নি, যার সাথে তারা হাসি-বিদ্রূপ করে নি। এরূপেই আমরা অপরাধীদের অন্তরে এটা (বিদ্রূপ করার প্রবণতা) প্রবেশ করিয়ে দেই। (যার জন্যে) তারা এর (প্রেরিত পুরুষের) উপর ঈমান আনে না, অথচ পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত গত হয়ে গেছে।"

এখানে দু'টি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এক, আল্লাহ্‌ বলেছেন, "ইহা আমরা প্রবেশ করিয়ে দেই।" প্রশ্ন উঠে, খোদাতা'লাই যখন উক্ত অপকর্ম করার প্রবণতা বিদ্রূপও প্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তরে ঢুকিয়ে দেন তখন কী করে তারা অপরাধী হল? আল্লাহ্‌ তা'লা এর উত্তর উক্ত আয়াতের মাঝেই রেখে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, "ফিকুলুবিলমুজরেমীন" অর্থাৎ ঐ সব লোক যারা অপরাধী তাদের অন্তরে আমরা প্রবেশ করিয়ে থাকি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবীদের আগমনের পূর্বে জাতিসমূহের অবস্থা—ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ বিকৃত হয়ে পড়ে। তারা নৈতিকতা বিবর্জিত হয়ে থাকে! তাদের নেতৃবর্গ বিশেষভাবে অপরাধ ও বদকাজে লিপ্ত হয়ে যায়। ওরূপ বিকারগ্রস্থ সমাজ ও সম্প্রদায়ের অপরাধীদের অন্তরে সমাগত নবীদের অবমাননা ও বিরুদ্ধাচরণের মনোবৃত্তি জেগে উঠে। আল্লাহ্‌ তাদেরকে বলেন, তোমরা যদি তোমাদের কৃতকর্মের চূড়ান্ত পরিণামে শীঘ্র উপনীত হতে চাও, তাহলে তোমরা আমার প্রেরিত বান্দার বিরোধিতা কর এবং তাতে যথাসাধ্য সর্বাত্মক জোর লাগাও। যা খুশী কৌশল অবলম্বন কর। তোমরা অবশ্যই ব্যর্থ হবে। আমার প্রেরিত বান্দার তিল পরিমাণও ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।

অতএব, শয়তানকে যে আল্লাহ্‌তা'লা অবকাশ দিয়েছিলেন, এটা তারই পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌তা'লার নিকট শয়তান যখন অবকাশ চেয়েছিল তখন তিনি তাকে অবকাশ দানকালে বলেছিলেন, তাদের মধ্যে যাকে পার তাকে তুমি তোমার আওয়াজ দ্বারা প্রতারিত করতে চেষ্টিত হও, তুমি তোমার অশ্বারোহী, তোমার পদাতিক সৈন্যসহ তাদের উপর চড়াও হও এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে শরীক হও এবং তাদেরকে (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি দাও কিন্তু যারা আমার বান্দা তাদের উপর কখনও তুমি আধিপত্য লাভ করতে সক্ষম হবে না। তা অসম্ভব। কাজেই যে প্রাচীন ইতিহাস আদম (আঃ) থেকে শুরু হয়েছিল তা এমনি ধারায় অব্যাহত আছে। যেমনটি পূর্বে হয়েছিল, তেমনটি আজ হচ্ছে। যেমনটি ঐ লোকদের দ্বারা অর্থাৎ 'মুজরেমীন' তথা 'অপরাধীদের' দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল, তেমনটি আজও ঐ সব লোকদের দ্বারা সংঘটিত হবে যারা আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে সব রকম মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাদের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উক্ত আয়াতে দ্বিতীয় কথাটি বলা হয়েছে এই যে, এই 'মুজরেমীন'—এই বড় বড় অসদাচরণ বিশিষ্ট লোকেরা ঈমান আনবে না। "ওয়া কাদখালাত সুন্নাতুল আওওয়ালীন" —"পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত গত হয়েছে" অর্থাৎ পূর্বেও তদনুরূপ লোক সৃষ্টি হয়েছিল যারা শেষ অবধি ঈমান আনে নি। তাদের সাথে খোদাতা'লা যে ব্যবহার করেছিলেন সেটাও তোমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। বস্তুতঃ তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং যারা ঈমান এনেছিল তারাই বিজয়ী হয়। অতএব 'সুন্নত'—শব্দটিতে উক্ত বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এক দিকে ঐ হতভাগ্য লোকদের মন্দ পরিণাম, অন্যদিকে খোদার পবিত্র বান্দাদের উপর ঈমান আনয়নকারীদের শুভ পরিণাম।

সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে জামাতে আহমদীয়া ক্রমাগতভাবে যতই উন্নতি লাভ করছে এবং তাদের অগ্রগতি কল্পনাতীতরূপে যতই বেগবান হয়ে চলেছে, আনুপাতিকভাবে ততই বিরোধিতার মধ্যে এক নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে, যেন নতুনভাবে এক ঢেউ উঠেছে। আমাদের দশমনরা এক চরম পীড়াদায়ক অবস্থায় পতিত হয়েছে, যেন তাদের বুকের উপরে ডাল পিষা হচ্ছে। তাদের অন্তরে পূর্বাপেক্ষা তীব্রতর ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তারা এরূপ উপায়হীনতার সম্মুখীন যে, কিছুই করে উঠতে পারছে না। কোন কিছুই করতে পারবেও না। কেননা আল্লাহ্‌তা'লার তকদীরের (নিয়তির) বিরুদ্ধে কারো ক্ষমতা নেই যে, তদনুযায়ী ঘটনা প্রবাহের গতির মুখ ফিরিয়ে দেয়। ঘটনাপ্রবাহ সে দিকেই চলমান হবে, যে দিকে খোদাতা'লার তকদীরের হাওয়া প্রবাহিত হবে। আর খোদার কসম! আজ খোদার তক্‌দীরের বায়ুপ্রবাহ সেদিকেই প্রবহমান, যেদিকে আমরা চলমান রয়েছি। এবং এ ঐশী বায়ুপ্রবাহ আমাদেরকে অধিকতর দ্রুতবেগে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এ ব্যাপারটি কেবল কোন একটি জাতি পর্যন্ত

সীমাবদ্ধ নয়। কেবল কোন এক দেশের ঘটনা বা বৃত্তান্ত নয়। বরং সমগ্র জগদ্ব্যাপী এ সেই নতুন ব্যবস্থা (New world order), যা চালু হয়ে পড়েছে অর্থাৎ আহমদীয়্যতের সপক্ষে জাতিবর্গের হৃদয় আকৃষ্ট হচ্ছে, নতুন নতুন ধর্মাবলম্বীরা আহমদীয়্যতের দিকে মনোনিবেশ করছে এবং অত্যন্ত জোশের সাথে, অতি প্রেমভরে দলে দলে বিপুল সংখ্যায় তারা আহমদীয়্যতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। আর এসব কিছুর মোকাবেলায় মোল্লা-মৌলবীদের কোন কিছুই করার মত সাধ্যে কুলোচ্ছে না। হতভম্ব হয়ে কেবল আক্ষেপ ভরা দৃষ্টিতে এই তকদীরকে পূর্ণ হতে চেয়ে দেখা এবং গালমন্দ দিতে থাকা ছাড়া তারা আর কিছুই করতে পারছে না। কিন্তু যেমন আমি বলে এসেছি, আল্লাহ্‌র তকদীরে ইহাও অবধারিত ছিল যে, তারা আহমদীয়্যতের ক্রমবর্ধমান উন্নতি দেখে-এর পাশাপাশি আনুপাতিকভাবে হিংসা-বিদ্বেষের আগুনে প্রজ্জলিত হতে থাকবে। কেননা কুরআন করীম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল: "লে-ইয়া-গীযা বে-হিমুল কুফ্‌ফার"—অর্থাৎ উক্ত বর্ধিষ্ণু উন্নতি দেখে অস্বীকারকারীরা ক্রোধে কেবল জ্বলতে থাকবে। এটাই তাদের প্রাপ্য, আর এটাই তাদের শাস্তি। উপরন্তু, আখেরাতের শাস্তি এটারই রূপান্তর। ইহকালে যে গযব বা ক্রোধ তাদেরকে পেয়ে বসেছে—যে আগুনে এরা এখানে জ্বলছে, পরকালে সেই আগুন অতীব তীব্র মাত্রায় রূপান্তরিত হবে। কিন্তু যেমন কিনা আমি বর্ণনা করেছিলাম, তাদের এই ক্রোধ ও বিদ্বেষ আপনাদের পথে আদৌ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। ইহা খোদাতা'লার ফয়সালা। দুনিয়ার কোন শক্তি ইহাকে পাল্টাতে পারে না।

এখন নতুন জাতিগুলোর মধ্যে সোমালিয়ানরাও আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে অত্যন্ত দ্রুত বেগে, অত্যন্ত উদ্দীপনা ও প্রেমভরে আহমদীয়্যতে প্রবেশ করছে। এবং বোসনিয়ান ব্যতীত আলবেনিয়ানরাও তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়ে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আহমদীয়্যতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এমনি ধারায় দুনিয়ার অন্যান্য জাতিবর্গও আহমদীয়্যতের দিকে ধাবিত হয়ে চলেছে। এসব অগ্রগতি দুশমনরা যতই দেখছে, ততই তাদের ক্রোধ ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের পক্ষ থেকে আহমদীয়্যতের বিরুদ্ধে অত্যন্ত মিথ্যা ও নোংরা অপপ্রচার প্রতি ক্ষেত্রে ও প্রতিনিয়ত অব্যাহত রয়েছে। যখন আমি কেনাডা গিয়েছিলাম, তখন সেখানে আহমদীয়্যতে দীক্ষিত বহু সংখ্যক সোমালিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। লক্ষ্য করেছিলাম, তাদের মাঝে এমন জোশ ও আন্তরিক নিষ্ঠা দৃশ্যমান যে, তাতে প্রতীয়মান হচ্ছিল যেন তারা সাহাবাদেরই বংশধর। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) -এর প্রতি তাদের প্রেম ও ভালবাসা এতো প্রবল ছিল যে, আমি তাদেরকে প্রীতি ও দোয়া ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতাম। তাদের মধ্যে একজন যুবক বল্‌লেন যে, তিনি দু'শ বয়আত করাবেন। আমি বল্‌লাম, মাত্র 'দু'শ?' তিনি বলে উঠলেন, 'না, দুই হাজার।' তাতে আমি আবার যখন বল্‌লাম, 'কেবল দু'হাজার?' তখন তিনি হেসে দিলেন এবং

বললেন, 'আল্লাহ্‌তা'লা যত জনকে বয়আত করাবার তওফীক দিতে থাকবেন ততজনকেই করাতে থাকবো।' আমি নিজেকে আহমদীয়াতের জন্য ওয়াক্‌ফ (উৎসর্গ) করলাম। তারপর আল্লাহ্‌ তার তবলীগে এতো বরকত দান করলেন, আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে তার কথা এতো মিষ্টি-মধুর এবং সোমালিয়ানদের মধ্যে তার প্রভাব এতো গভীর ও সম্পর্কের পরিধি এতো বিস্তৃত যে, তিনি আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে বয়আতের এই নব অগ্রগতির পথে অতি দ্রুত অগ্রসরমান। এমন কি, তাতে শত্রুদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো এবং হস্তক্ষেপ করতে হলো। সুতরাং এখন তারা কতিপয় সরকারের সাহায্য নিয়ে বহু টাকা খরচ ক'রে একটা লিফলেট প্রকাশ ক'রে ব্যাপকভাবে সোমালিয়ানদের কাছে পৌঁছাচ্ছে। ঐ লিফলেটটিতে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রসূত সে একই পুরোনো মিথ্যে ও অসংলগ্ন গদ বাঁধা অপবাদ ও আপত্তিগুলোর পুনারাবৃত্তি করা হয়েছে, যেগুলোর বহুবার উত্তর দেয়া হয়েছে। কিন্তু আজ আমি আরেক (অভিনব) পদ্ধতিতেও ওগুলোর জওয়াব দেব।

এখানে তারা বসনিয়ানদেরকে আহমদীয়াতের অভিমুখে ধাবিত দেখে—ইহা জেনেও যে নব-দীক্ষিত বসনিয়ান আহমদীরা কেবল যুক্তিগতভাবেই আহমদী হয় নি, বরং তাদের অন্তরও আহমদীয়াতের প্রেমিকে পরিণত হয়েছে, যা তাদের চেহারা হ'তে উদ্ভাসিত, যা দেখে আমি বিস্মিত, কীভাবে অকস্মাৎ আল্লাহ্‌তা'লা এ জাতিগুলোর মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন—এদের ছোট, বড়, নারী, পুরুষ, কিশোর, যুবা, বৃদ্ধ সবাই সমানভাবে জামা'তের প্রতি নিষ্ঠা ও ভালবাসায় নিরন্তর উন্নতি করে চলেছে। প্রায়শঃ দেখি, যখন তারা সাক্ষাৎকারে সমবেত হয়, আবেগ-উচ্ছ্বাসে তাদের চোখে অশ্রু ঝরে এবং অনবরত নীরবে নিজেদের ভাষায় তারা দোয়া পড়তে থাকেন। এসব বিষয়ই দুশমনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত করে তোলে এবং নিজেদেরকে লাঞ্ছিত বোধ করতে বাধ্য করে। তবে উক্ত জাতিবর্গের লোকদেরকে (আহমদীয়াতের দিকে আসতে) বাধাদানের লক্ষ্য এদের সকল প্রচেষ্টা অবশেষে ব্যর্থ ও নিষ্ফল সাব্যস্ত হয়। কিন্তু এই কিছু দিন আগে এরা বসনিয়ানদের মধ্যে এতো তীব্রভাবে আহমদীয়াত বিরোধী প্রচারণা চালায় যে, যারা (আহমদীরা) সারা বছর ব্যাপী তাদের জন্যে পরিশ্রম (তবলীগ, সেবা ইত্যাদি) করেছিল তারাও ঘাবড়ে গেল। ফলে আমার নিকট তাদের উদ্বেগজনক পত্রাদি আসতে লাগলো। এই মর্মে যে, এবার সালানা জলসায় হয়ত বসনিয়ানরা স্বল্প সংখ্যায় অংশ গ্রহণ করতে পারে, কেননা তাদের সকল ক্যাম্পে এরা ধরণা দিয়ে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অশ্লীল প্রপাগাণ্ডা করেছে। কোথাও আহমদীদেরকে বৃটিশ এজেন্ট, কোথাও ইহুদীদের এজেন্ট ইত্যাদি বলে বেড়িয়েছে। মোট কথা, সরলমনা বসনিয়ান যারা কিছুই জানে না তাদের উপর এই বিরুদ্ধবাদীরা বিরূপ প্রভাব ফেলার চেষ্টা চালিয়েছে এবং এই বলে ভয়ও দেখিয়েছে যে, "তোমরা যদি নিজেদের কমিউন ছেড়ে (জার্মানীর আহমদীয়া কেন্দ্র) 'নাসের বাগ' যাও, তাহ'লে সরকারের কাছে

তোমাদের বিরুদ্ধে নালিশ দেয়া হবে। আর জেনে রেখো, এর জন্যে তোমাদের মাশুল দিতে হবে।' তখন আমি তাদেরকে লিখলাম এবং জার্মানীর আমীর সাহেবের সাথেও আলাপ করলাম, 'আপনাদের রিপোর্টে যে উদ্বেগ পরিলক্ষিত হচ্ছে—এটা আমার পসন্দ নয়। আমাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা আপনাদের কর্তব্য। দোয়া করার জন্যে আমি আদিষ্ট। খিদমতদান আমার স্কন্ধে ন্যস্ত। কিন্তু সাহস ও দৃঢ়চিত্ততাকে আপনারা কখনও পরিহার ও হাত-ছাড়া করবেন না। জানেন না আপনারা কার হাতে বয়আত করেছেন? হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলে গেছেন, 'আমার প্রকৃতি বা স্বভাবে অকৃত-কার্যতার উপকরণ নেই। দুশমন আমাকে ভীত-ত্রস্ত করতে সক্ষম হয়, ইহা অসম্ভব।' তিনি (আঃ) আরও বলেছেন, "হাত শের'ও পর না ডাল এ্যা রুবা-এ-যারও না যার।"

আপনারা হচ্ছেন (আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক আখ্যায়িত) 'সিংহে'র হাতে বয়আতকারী 'সিংহ'। এদেরকে আপনাদের ভয় করার কী আছে? কখনও এরা সফল হবে না। হিম্মতের সাথে জরুরী প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।" সুতরাং গতকাল (জার্মানীর) আমীর সাহেব খুব হাসতে হাসতে আমার সাথে মিলিত হলেন। বল্‌লেন, "আপনার কথা সত্য সাব্যস্ত হয়েছে। এরা বিফল মনোরথ হয়েছে। আমাদের আশাতীত সংখ্যায় বসনিয়ানরা জলসায় উপস্থিত হয়েছেন।" জার্মানী জামাতের ধারণা ছিল কষ্টে-সৃষ্টে চার হাজার বসনিয়ান জলসায় হাযির হবে। এখন পরিসংখ্যানে প্রতীয়মান হয়—যদিও বসনিয়ান ও আলবেনিয়ান উভয়ের উপর দুশমনরা চাপ সৃষ্টি করেছিল তা সত্ত্বেও তাদের মিলিত উপস্থিতি সংখ্যা হচ্ছে চার হাজার নয় শ'। কাজেই ইহা আল্লাহ্‌তা'লার এক 'বিধিলিপি'। যেমন তিনি বলেছেন: "কাতাবাল্লাহু লা-আগলেবান্না আনা ও রুসুলি" (আল্লাহ্‌ লিখে রেখেছেন যে, তিনি এবং রসূলরা অবশ্য-অবশ্যই বিজয়ী হবেন)। খোদাতা'লার লিখনকে কেউ বদলাতে পারে না। উক্ত আয়াতে যেভাবে বলা হয়েছে এর চাইতে জোরদারভাবে আর কীরূপে ওয়াদা করা সম্ভব। খোদাতা'লা মানুষের ব্যাপারে যখন লিখেন তখন সমগ্র মখলুকের উপর তাঁর কলম চলে। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন: "কাতাবাল্লাহু"—'খোদাতা'লা নিজের উপর ইহা ফরয (বাধ্যকর) করে নিয়েছেন। "লা-আগলেবান্না আনা ওয়া রুসুলি"—"নিশ্চয় আমি এবং রসূলরা জয়-যুক্ত হবো।" দুনিয়ার কোনও শক্তি এই তকদীরকে নড়চড় করার ক্ষমতা রাখে না। (মুহম্মুহনা'রা)

বিরুদ্ধ প্রচারণা খণ্ডন: খোদা রোপিত বৃক্ষ:

যে সব বিরুদ্ধ প্রচারণা তারা কানাডায় করেছে এবং জগতের অন্যান্য দেশে—যেমন ইংল্যাণ্ড জার্মানী ইত্যাদি সর্বত্র করে যাচ্ছে, উহার সার-কথা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। এক, "জামাত আহমদীয়া ইংরেজদের রোপিত বৃক্ষ"—এই অপবাদ খণ্ডনে গতকাল আমি সবিস্তারে আলোকপাত করেছি। যেসব বসনিয়ান আলোচনা-সভায়

উপস্থিত ছিলেন তাদের প্রত্যেকেই সন্দেহাতীতভাবে আশ্বস্ত হয়েছেন এবং অনুধাবন করেছেন যে, এই অপবাদ একটা বানান মিথ্যা এবং হীন প্রতারণা বৈ কিছু নয়। আহমদীয়া জামাতের সাথে এই অপবাদের দূরতম সম্পর্কও নেই। আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে জামা'ত আহ্‌মদীয়া তাঁরই হাতে লাগানো বৃক্ষ। এই সভাস্থলে সামনে টানানো একটি ব্যানারে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর (গ্রন্থাবলী হ'তে) একটি উদ্ধৃতি পরিদৃষ্ট হচ্ছে: "আমি সেই বৃক্ষ যাকে মালিকে-হাকীকী আল্লাহ্‌তা'লা নিজ হাতে লাগিয়েছেন।" অন্য কারও হাতে ইহা লাগানো নয়। এখন সেই একটি বৃক্ষ যা এক কোটিরও অধিক বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। উহার শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে চলেছে। সেগুলো থেকে আবার লতা নেমে পৃথিবীময় বিভিন্ন দেশের মাটিতে শিকড় গেড়ে অসংখ্য কাণ্ডে পরিণত হচ্ছে। কাজেই উহা খোদাতা'লার আওয়াজ ছিল, যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। তারপর বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করে এবং আকাশ হ'তে বাস্তবরূপ ধারণ করে পুনরায় অবতীর্ণ হয়। আবার পৃথিবীর বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এখন উহা আর একজনের আওয়াজ নয় বরং কোটিরও উর্ধ্বে উঠে গেছে এবং ১৪৩টি দেশ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আজ থেকে এক শ' বছর পূর্বে যিনি ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মুহাম্মদী হওয়ার দাবী করেছিলেন তিনি খোদাতা'লারই প্রেরিত সত্য দাবীকারক ছিলেন।

জিহাদ রহিত করণ!

তাদের প্রচারিত বিজ্ঞাপনে দ্বিতীয় অপবাদ হচ্ছে যে, 'মির্যা সাহেব জিহাদ রহিত করে দিয়েছেন।' বস্তুতঃ এ বিষয়ের বহু দিক নিয়ে অনেক কথারই অবতারণা করা যায়—করাও হয়েছে বহুবার। ইতোপূর্বে আমি এর একটি দিক নিয়ে MTA-এর মাধ্যমেও বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। এখন ওসব কথার পুনরাবৃত্তি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাই, এসবই হচ্ছে তাদের পুরোনো জংধরা হাতিয়ার। বার বার মার খাওয়া ভোতা অস্ত্র। দুনিয়া জেনে গেছে যে, এসব সর্বৈব মিথ্যা, কিন্তু সংক্ষেপে আমি আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই যে, কোন্ প্রকারের জিহাদ রহিত করা হয়েছে এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক জিহাদ রহিত করার ফলশ্রুতিতে কি জিহাদে বিশ্বাসী (হবার দাবীদার) এই লোকদের বাহুবলও রহিত হয়ে গেছে? এরা কেন জিহাদ করে না? এরা কি মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে খোদার মর্যাদা দিয়ে বসেছে যার জন্যে তাঁর ফতওয়ার দরুন সমগ্র মুসলিম জাহান নিজেদের সমস্ত শৈর্য-বীর্য ও শক্তি-সামর্থ্যই হারিয়ে ফেললো এবং হাতে তলোয়ার ধারণের ক্ষমতা থেকেই বঞ্চিত হয়ে পড়লো? যদি কোন জিহাদকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নিষিদ্ধ ঘোষণা করে থাকেন, তাহলে এর ফলে ঘটনা হওয়া উচিত ছিল এই যে, মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জামা'ত তো কোনও জিহাদ করতো না কিন্তু এরা (যারা তাঁকে অস্বীকার করেছে) সবাই জিহাদ করতো; কিন্তু এরা কোথায় জিহাদ

করছে? দেখিয়ে দিন সে জায়গা? মুসলিম দেশগুলোর দশ শক্তি মিলিত হয়ে আমেরিকার সাহায্য-সহায়তায় একটি মুসলিম দেশের (ইরাক) উপর যে আক্রমণ চালিয়েছিল, উহাই কী সেই জিহাদ, যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নিষিদ্ধ বলে নির্ধারণ করেছিলেন?

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) প্রকৃতপক্ষে এই (প্রকারের) 'জিহাদ'কেই হারাম বা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলেন যে, "তোমরা জিহাদের নামে পরস্পর একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না। নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদ ও ফাসাদ করো না। বরং ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হও এবং কুরআনের শক্তির সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে আত্মনিয়োগ কর।" এই হচ্ছে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জিহাদ সম্পর্কীয় দৃষ্টি কোণ বা মতবাদ। অতএব, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নাউযুবিল্লাহ যদি কোনও প্রকারের জিহাদকে নিষিদ্ধ বলে নির্ধারণ করে থাকেন, তাহলে তোমাদের তাতে কি অসুবিধা ঘটলো? তোমরা কেন তলোয়ার হাতে তাঁর নিষেধকৃত জিহাদে উঠে পড়ে লাগনা? দেখাও, কোন্ সেই মুসলিম দেশ, যা আজ তলোয়ার হাতে তথা অস্ত্র বলে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়ছে? ইংল্যাণ্ডের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে এরূপ সে মুসলিম দেশ দেখিয়ে তো দিন। অথবা জার্মানীর বিরুদ্ধে—এমন কি, কোন ক্ষুদ্রতম খৃষ্টান দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে সেরূপ কোন মুসলমান দেশই দেখিয়ে দিন। জিহাদ থাকলে তা আছে তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে। "বজ্রপাত হলে তা পতিত হয় বেচারী মুসলমানদের উপরে"। কোথাও ইরান-ইরাকের মধ্যে যুদ্ধ হয়। কোথাও সউদী আরব ও ইরাকের যুদ্ধ চলে। কোথাও কুয়েত-ইরাকের যুদ্ধ হয়। কোথাও আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ জিহাদ চলছে। সর্বত্র মুসলমান মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। যদি হযরত মির্যা সাহেব এহেন জিহাদকে নিষিদ্ধ করে থাকেন তাহ'লে ইহা তোমাদের জন্যে মোবারক হোক যে, তিনি এই জিহাদকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে গেছেন। কেননা এই জিহাদ তো তোমাদের ধ্বংসের জিহাদ। তিনি ইহাকে হারাম করলেও তোমরা তো তাঁর নিষেধ মান নি। আর পরস্পর এই জিহাদে লিপ্ত হয়ে পড়। আর একে অন্যকে মারতে মারতে সমগ্র মুসলিম জাহানের মুখাবয়ব বিকৃত করে ফেলেছ।

তবে আমার এই বক্তব্যতো প্রত্যুত্তর বা ইলযামী জবাব স্বরূপ। প্রকৃতসত্য এই যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কখনও ইসলামী জিহাদকে রহিত বলেন নি। বরং যে জিহাদ তোমরা করে বেড়াচ্ছ এটাকেই তিনি হারাম বলে ঘোষণা করে ছিলেন। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে নিষেধ করেছিলেন, তারা যেন ধর্মের নামে তলোয়ার হাতে একে অন্যের মুণ্ডুপাত না করে এবং তলোয়ারের জোরে (বলপ্রয়োগে) নিজেদের ধর্ম বিস্তারের ও নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ অন্যদের উপরে চাপিয়ে দেয়ার কোনও চেষ্টা না করে। কেননা এই জিহাদ ইসলামের (অনুমোদিত) জিহাদ নয়। ইসলামের জিহাদ হচ্ছে। অত্যাচারিত হওয়ার

জিহাদ। ইসলামের জিহাদ কুরআনের মাধ্যমে ইসলামের বাণী জগতময় বিস্তার দানের জিহাদ। অতএব, এই হচ্ছে প্রকৃত ও যথার্থ জিহাদ, যা আল্লাহ্‌র পথে করার এরূপ আদেশ দেয়া হয়, যে আদেশ বলে প্রত্যেক মুসলমানের উপরে এই জিহাদ পালন করা বাধ্যকর হয়ে পড়েছে। আজ বিশ্বব্যাপী এই প্রকৃত ইসলামী জিহাদ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিপালন করে যাচ্ছে এবং আল্লাহ্‌র ফযলে প্রতিটি দেশেই ইসলামের দুশমনের তাবৎ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত রয়েছে। আফ্রিকায় যখন খৃষ্ট-ধর্মের আগ্রাসন চলেছিল, তোমরা তখন কোথায় ছিলে, এখন তোমরা আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে ফতওয়া দিয়ে বেড়াও যে, এরা জিহাদ অস্বীকারকারী? তোমাদের কেন জিহাদ করার তওফীক লাভ হয় নি? যাও আফ্রিকায় জিজ্ঞেস করে দেখো। কোনও একটি দেশ দেখাও যেখানে তোমাদের প্রচেষ্টার ফলে খৃষ্টধর্মের আক্রমণ ও আগ্রাসন প্রতিরুদ্ধ হয়েছে, এবং সেখানে অবস্থার এরূপ পট-পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যার দরুন ইসলাম শৌর্য-বীর্য সহকারে অগ্রসরমান হয়েছে এবং খৃষ্টধর্ম পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়েছে? উহা ছিল আহমদীয়া মুসলিম জামাতেরই জিহাদ। সেখানে তারা ব্যতীত অন্য কেউ-ই জিহাদ করে নি। সমগ্র আফ্রিকা এর সাক্ষী। তেমনি ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্বে (রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর) খৃষ্টধর্মে যখন ইসলামের বিরুদ্ধে জোরদার আক্রমণ-অভিযান চালায় তখন তোমরা কোথায় ছিলে? তোমরা তো তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে একথা নিয়ে সংগ্রামরত ছিলে যে, তিনি কেন খৃষ্টানদের খোদা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর ঘোষণা করলেন। তোমাদের তো তাঁর প্রতি এ কথার জন্যই ক্ষোভ ছিল যে, তোমাদের সকল নবী মারা গেলে মারা যাক খৃষ্টানদের খোদাকে মেরে ফেলার (তাঁকে মৃত বলে প্রমাণ করার) মির্যা সাহেবের কী অধিকার ছিল?! ঈসা মসীহ ওফাতপ্রাপ্ত—এই একটি আকীদার কারণে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে তামাম জাহান তোলপাড় করে তুললে এই বলে,—হায়, মির্যা সাহেব ঈসা মসীহকে মৃত বলে প্রমাণ করলেন! তোমরা তখন ভারত থেকে আরব পর্যন্ত সকল মোল্লা-মৌলবীর ফতওয়া সংগ্রহ করেছিলে এই মর্মে যে, তিনি অবশ্য হত্যাযোগ্য। এই হচ্ছে তোমাদের জিহাদ। এবং প্রকৃত জিহাদ—যা ছিল ক্রুশভঙ্গের জিহাদ তা সফলতার সাথে সম্পাদন করার তওফীক হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর জামা'ত ব্যতীত অন্য কেউ লাভ করতে পারলো না।

কাজেই এসবই হচ্ছে তাদের বানোয়াট কাহিনী জঘন্য মিথ্যা ও ফেৎনা-ফাসাদ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে জিহাদ কী তা তারা জানেই না। জানলেও তা পালন করে না। যেমন কিনা তারা মনে করে, তলোয়ারের জোরে ইসলামের বিস্তার ও প্রবর্তন সাধন করা এবং অমুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই হচ্ছে জিহাদ—তাই যদি ইসলামের বিধিসম্মত জিহাদ হয়ে থাকে তাহলে, যুদ্ধ করে দেখাক। কোথাও আক্রমণ করে দেখিয়ে দিক। ইহুদীদের সাথে টক্কর দিয়েছিল—তা যদি এক প্রকারের জিহাদ বলে ধরেও নেয়া হয় তবে তার ফলাফল কী হলো? খোদা তা'লা কেন তোমাদেরকে পরিত্যাগ করলেন? তা যদি সাচ্চা জিহাদ হতো, তাতে যদি

খোদাতা'লার অনুমোদন ও সমর্থন থাকতো, তাহলে সে ক্ষেত্রে তোমাদের সাথে আল্লাহ্‌র সেই ব্যবহারই পরিদৃষ্ট হতো, যা আঁ-হযরত (সাঃ) এবং তাঁর সেবকদের বেলায় প্রকাশিত হয়েছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ইসলামের নামে যখন বৃহৎ বৃহৎ শক্তিগুলোর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো, তখন খোদা এমনই করলেন যে, পারস্য সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং মুসলমান—যারা ছিল জনবল ও অস্ত্রবল উভয় দিক দিয়েই শত্রুর মোকাবেলায় দুর্বল ও নগণ্য তাদেরকে আল্লাহ্‌তা'লা এতো মহান বিজয় দান করলেন যেজন্যে আজ ঐতিহাসিকরা বিস্ময়বাক যে, এসব কী করে ঘটে গেল! অতএব, জিহাদ তো উহাই, যার পেছনে আল্লাহ্‌র সমর্থন থাকে। সে সমর্থন এমন নয় যা দুনিয়া প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করতে না পারে। উহা তো অত্যন্ত শক্তিশালী স্বীয় জ্যোতিঃ দেখায় এবং উহার সৌন্দর্য ও মহিমা দেখে চোখ ঝলসায়। উহা এমনতর জেহাদ, যা দুর্বলরা করে থাকে এবং শক্তিশালীদের মূলোৎপাটন করে! এই হচ্ছে সাচ্চা জিহাদ এবং ইহা পালন করার সামর্থ্য আজ ভূপৃষ্ঠে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্যতীত অন্য কারো নেই। তোমরা বিরাট জনবলের গর্বে স্ফীত। তোমরা বলে থাক আমাদের কাছে বড় বড় দেশ রয়েছে, তেলের শক্তি আছে। বস্তুতঃ তোমরা যে আহমদীয়া জামা'তের উপরে জঘন্য যুলুম-অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছ এবং উহার মোকাবেলায় আমরা যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছি—এই হচ্ছে প্রকৃত জিহাদ। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, যাদের উপর এজন্যে অত্যাচার করা হয় যে, তারা বলেছিল "রাব্বুনাল্লাহ"—আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতিপালক-প্রভু। —এরাই হচ্ছে প্রকৃত জিহাদকারী। আর এরাই প্রত্যুত্তরমূলক কার্যক্রম গ্রহণে অনুমতিপ্রাপ্ত। এজন্যে যে, "বিআন্নাহুম যুলিমূ—"—'তাদের উপরে অত্যাচার চালান হয়েছে।' আমরা অল্প সংখ্যক ছিলাম। এতো দুর্বল ছিলাম যে, তোমাদের জিহাদের প্রধান অধিনায়ক জেনারেল জিয়াউল হক ঘোষণা করেছিলেন, "কাদিয়ানিয়্যত একটা ক্যান্সার। এটাকে আমি পায়ের তলায় পিষে ফেলবো।" ইংল্যাণ্ডে তার রাষ্ট্রদূতকে খতমে-নবুওয়ত কনফারেন্সে পাঠ করার জন্যে তার বাণী দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন যে, "সেখানে অনুষ্ঠিতব্য উক্ত কনফারেন্সে আমার এই ঘোষণাপত্র পাঠ করে শোনান হোক যে, পাকিস্তান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, আহমদীদেরকে সর্বত্র পিষ্ট ও নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে এবং তাদের মূলোৎপাটন করে ফেলবে।" ঐ ঘোষণাকারী এখন কোথায়? খোদাতা'লা তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে জগদ্বাসীর জন্যে ঐশী-শাস্তির এক জ্বলন্ত শিক্ষণীয় নিদর্শন স্বরূপ স্থাপন করলেন। এই সেই আল্লাহ্‌র চিরন্তন সুন্নত, যা তাঁর সত্য ও পুণ্যবান বান্দাদের সপক্ষে জারী হয়ে থাকে। এবং তাদের বৈরী বিরুদ্ধাচরণকারীদের ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হয়। এই দোধারী সুন্নতকে দুনিয়ায় কেউ ঠেকাতে বা বদলাতে পারে না। আলোচ্য আয়াতের শেষে "কাদ খালাত সুন্নাতুল আওওয়ালীন"-এর মাঝে এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা কেন চেয়ে দেখ না? তোমাদের পূর্বেও তো সত্যের বিরুদ্ধাচারী বড় বড় লোক অতিবাহিত

হয়েছে। তারাও তো বড় বড় দাবী করেছিল। তারাও তাদের ঐশ্বর্য-শক্তি-সামর্থ্য ও জন-বলে স্ফীত হয়ে ওসবের ওপরে ভিত্তি করে দুর্বল ও নিরীহ মুমেনদের বিনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয়েছিল। তাদের কী 'হাশর' (শেষ পরিণাম) হয়েছে?! উক্ত বিষয়-বস্তুই দৃষ্টিগোচর রেখে জেনারেল জিয়া সম্পর্কে আমি এক রচিত কবিতায় বলেছিলাম, "কাল চালি থি লেখু পে জো তেগে-দোয়া আজ ভী ইয্ন হোগা তো চল্ জায়েগী।" (—বিগত কালে লেখরামের উপরে যে দোয়ার তরবারী আঘাত হেনেছিল তা (আল্লাহ্র) অনুমতি হলে আজও আঘাত হানবে)। খোদার কসম! 'দোয়ার তরবারী' আঘাত হেনেছে। আঘাত হানতে আরো উদ্যত হয়ে আছে। সাধ্য থাকলে তা রোধ করে দেখাও। তাহলে আমি মেনে নেব। আল্লাহ্তা'লার কী অদ্ভুত শান! এরা আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে যে-সব অপবাদ উত্থাপন করে, সে-সব অপবাদেই আল্লাহ্তা'লা তাদেরকে জড়িয়ে ফেলেন। যে-সব ফাঁদ এরা আহমদীয়া জামা'তের ঘাড়ে চাপাবার উদ্দেশ্যে তৈরী করে সে-সব ফাঁদ তাদের ঘাড়ে গিয়েই পড়ে এবং তাদেরই গলার ফাঁস হয়ে যায়। এরপর হুযুর (আইঃ) তাদের উত্থাপিত আরো কতিপয় অপবাদ সবিস্তারে বিশদভাবে খণ্ডন করেন। (ঐ সব অপবাদ খণ্ডনের অংশটুকুর বঙ্গানুবাদ পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ্ প্রকাশিত হবে। আপাততঃ এ ভাষণটিতে বাবতীয় অপবাদ খণ্ডনে হুযুর যে এক ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো—অনুবাদক।)

ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ ঃ

এখন আমি এ বিষয়টিকে গুটাবার জন্যে শেষ কথাটি বলতে চাই—অর্থাৎ আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গে শেষ কথা। সেটি হচ্ছে, যুক্তি-প্রমাণ তো অগণিত, অসংখ্য—পূর্বেও দিয়ে এসেছি, ভবিষ্যতে MTA এর মাধ্যমে আরও দিতে থাকবো ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু এখন একটি কথা আপনাদের জানাতে চাই যে, এদেরকে (অর্থাৎ আহমদীয়াতের বৈরী মোল্লা-মৌলবী-দেরকে) আমি এক চ্যালেঞ্জ পেশ করছি। যে সব কথা (অপবাদ) এরা আহমদীয়াতের প্রতি আরোপ করছে, সেগুলোর মধ্যে কেবল একটি ছাড়া, যা আমি স্বীকার করে নিয়েছি, যেমন আমরা সগর্বে বলি যে, হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) হযরত মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সকল ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী "উম্মতি নবী" ছিলেন বস্তুতঃ রসূলুল্লাহ্ সাঃ)-এর সকল ভবিষ্যদ্বাণী অনিবার্যতঃ অবশ্যই সত্য। কোন সত্য মসীহ তৎক্ষণ পর্যন্ত আসতে পারেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নবী ও রসূল হবার দাবী করেন আমাদের পক্ষ থেকে এটি হচ্ছে স্বীকৃতি। এছাড়া তাদের অন্য সব কথাই হচ্ছে নিছক নির্লজ্জ মিথ্যা প্রলাপ এবং গায়ের জোরে অপবাদমূলক গুঁয়ার্তমি কথা। এগুলোর সম্পর্কে আজ আমি ঘোষণা করতে চাই যে, মুবাহালার চ্যালেঞ্জ যখনই দেওয়া হয় তখনতো এরা হাজারে বাহানা ও মিথ্যা বানোয়াট অজুহাত দেখিয়ে পলায়ন করে থাকে, তাই এবার আমি এক সহজ

পদ্ধতি পেশ করছি—এটাকে মুবাহালার নাম দিও না। তা হচ্ছে যে, আমি এখন তাদের যে সব কথা পড়ে শুনাবো—সেগুলো সম্পর্কে আমি বলবো যে, ওগুলো হচ্ছে সর্বৈব মিথ্যা, অতএব, "লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন—(মিথ্যাবাদীদের উপরে আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হোক)। আর আমার সাথে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতও উহা উচ্চারণ করবে। তেমনী এরাও (বৈরী মোল্লা-মৌলবীরাও) "বলুক, না, আমরা সত্যবাদী। যদি সত্যবাদী না হয়ে থাকি তাহলে, আল্লাহ্‌ আমাদের উপরে লা'নত বর্ষিত করুন।" তারপর দেখুন (অপেক্ষা করুন) খোদাতা'লা তাঁর কি তকদীর প্রকাশিত করেন। এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাহস থাকলে তারা আসুক। ময়দানে অবতীর্ণ হোক।

০ এরা বলেছেন যে, "আহমদীয়া জামাত ইংরেজদের রোপিত বৃক্ষ।"

আমি ঘোষণা করছি, ইহা মিথ্যা। লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন। তামাম দুনিয়ার প্রান্ত প্রান্ত হতে প্রত্যেক আহমদী সজোরে ঘোষণা করুক, "ইহা মিথ্যা—লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন।" (জার্মানী জলসায় উপস্থিত ২৩ হাজার আহমদী এবং বিশ্বের সকল আহমদী যারা টিভিতে ভাষণ শুনছিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধ্বনি তুলে উক্ত কথাগুলো সমস্বরে উচ্চারণ করেন)।

০ এরা বলেছেন, "আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইসলামী জিহাদ রহিত করে দিয়েছেন।"

আমি ঘোষণা করছি, "ইহা মিথ্যা। লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন।" (উপস্থিত আহমদী জনতা এবং বিশ্বের সকল আহমদী যারা তখন ভাষণটি টিভিতে দেখছিলেন, সমস্বরে উক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করেন)।

০ এরা বলেছেন—"আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা Drug (মাদক দ্রব্য ব্যবহার) এর শিক্ষা দিয়েছে।"

আমি বলছি, "ইহা মিথ্যা। লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন।" (উপস্থিত ও অনুপস্থিত বিশ্বের সকল আহমদীর পক্ষ থেকে উক্ত ঘোষণা)

০ এরা বলেছেন, "আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ৫০টি গ্রন্থ ইসলামের বিরুদ্ধে লিখেছেন।"

আমি ঘোষণা করছি, "ইহা মিথ্যা। লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন।" (উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকল আহমদী জনতার পক্ষ থেকেও ঘোষণা)

০ এরা বলেছেন—"(হযরত) মির্যা সাহেবের মৃত্যু নাপাক অবস্থায় হয়েছে।"

আমি ঘোষণা করছি, "ইহা মিথ্যা। লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন।" (উপস্থিত ও অনুপস্থিত বিশ্বের সকল আহমদীর পক্ষ থেকে তাদের ইমামের অনুসরণে একই ঘোষণা)।

০ এরা বলেছেন,—"আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা সাহেব ঈসা নবী ও রসুল হবার দাবী করেছেন।"

আমি ঘোষণা করছি, "একথা সত্য। আল্লাহ্‌তা'লা সত্যবাদীর উপরে রহমত বর্ষিত করুন।" (আহমদী জনতার পক্ষ থেকেও সজোরে ঘোষণা)।

০ এরা বলেছেন, "মির্যা সাহেব আল্লাহ্‌ সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি বিবাহ করেন এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে থাকেন।"

আমি ঘোষণা করছি, "ইহা মিথ্যা। লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন।" (জলসার সমবেত এবং বিশ্বের সকল আহমদীর সমস্বরে ঘোষণা)।

০ তারা আরও বলেন, "তিনি লিখেছেন যে, আল্লাহ্‌ বৃটিশ ছিলেন এবং বৃটিশ হবার দরুন ইংরেজী ভাষায় কথা বলতেন।"

আমি ঘোষণা করছি, "ইহা মিথ্যা। লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন।" (সমবেত ও অপরাপর সকল আহমদীর পক্ষ থেকে সমস্বরে উক্ত ঘোষণা)।

০ তারা বলেছেন যে, "আল্লাহ্‌ মির্যা সাহেবকে অভিশাপ দিয়েছেন।"

আমি ঘোষণা করছি, "ইহা মিথ্যা। লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন।" (উপস্থিত সকল আহমদীর পক্ষ হতে সজোরে উক্ত ঘোষণা)।

০ তারা বলেছেন, "মির্যা সাহেব দাবী করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) সহ সকল নবী-রসূল অপেক্ষা তিনি কিয়ামত কাল অবধি শ্রেষ্ঠ।"

আমি ঘোষণা করছি, "ইহা মিথ্যা। লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন।" (সমস্বরে সকলের উক্ত ঘোষণা)।

তারা অনুরূপ আরও অনেক বাজে কথা বলেন এবং বলতে থাকেন। সেগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। উপস্থিত লা'নতগুলোই যথেষ্ট। প্রথমে ওগুলোকেই তারা শামলিয়ে নিন।

এখন আমি আপনাদের বলছি যে, এসব লোকের (অপবাদমূলক) কথা-বার্তার সম্পর্কে তো আপনারা আমাকে অবশ্যই অবহিত করবেন। কিন্তু তাদের এসব বাজে কথায় আপনারা ঘাবড়াবেন না। বিরোধিতা তো এরা করবেই করবে। তাছাড়া তারা করবেই বা কী? এখন তো আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদেরকে এতো মহান উন্নতির পর উন্নতি দিচ্ছেন, এরূপ মানব হৃদয়সমূহ তৈরী করছেন এবং আসমান হতে এরূপ ঐশী-শক্তির বিকাশ ঘটাচ্ছেন যা চোখ, মন-মস্তিষ্ক ও আত্মাকে উদ্দীপ্ত করে তুলছে। এই বেচারীদেরকে অন্তর্জ্বালা ভোগ করার অধিকার তো দেয়া উচিতই বটে। এই অধিকার থেকে তো তাদের কখনও বঞ্চিত করা যায় না। এটাতো আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে দিয়ে রেখেছেন। এই অধিকার কেউ তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। যেমন নিত্য নূতন চিরবর্ধমান ঐশী অনুগ্রহ ও আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আনন্দসমূহ আপনাদের কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিবার ক্ষমতা রাখে না, তেমনি তাদের ব্যর্থতা ও অন্তর্জ্বালা তাদের থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারে না। কাজেই কোনও অসুবিধে নেই। যা খুশি তাদেরকে করতে দাও। পরিণামে তো তাদেরকে হারতে হবেই হবে। জিতবেন অবশ্য আপনারাই। (অসমাপ্ত)

(ধারণকৃত ক্যাসেট হতে সরাসরি অনুবাদ)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফার তরফ থেকে

সৌদী গেজেটের ধর্মীয় এডিটরের প্রতি মোনাযেরার চ্যালেঞ্জ

লণ্ডন (এম, টি, এ): সৈয়্যদনা হযরত আকদাস আমীরুল মোমেনীন মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আই:) ৩১-৭-৯৪ তারিখ মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া-এর মোলাকাত প্রোগ্রামে সৌদী গেজেটের ধর্মীয় এডিটর ঘালিব জোনাকারকে বিশ্ব আহমদীয়া জামা'তের প্রধান হিসেবে মোনাযেরা (লিখিত তর্ক)-এর চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন আর বলেন যে, নিম্নলিখিত শর্তাবলী অনুযায়ী যদি তিনি মোনাযেরার জন্যে প্রস্তুত থাকেন তাহলে তার আসা-যাওয়ার খরচ আমি দেবো।

শর্তাবলী ঃ

১। প্রথমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর শেষ পরিণতির ওপরে কুরআন মজীদ, হাদীসে নবী (সা:), বাইবেল ও ইতিহাসের ভিত্তিতে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

২। পরে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে যে, আগমনকারী মসীহ্ কে, তাঁর পদ মর্যাদা কী? ঐ যুগের মুসলমানগণকে ইহুদীদের সাথে সদৃশ করা হয়েছে কি হয় নি। এ অবস্থার নিরসন মসীহের আগমন ব্যতিরেকে কি করে সম্ভব? আগমনকারী মসীহ্ নবী কি নবী নন? মসীহ ও মাহদী কি আলাদা আলাদা সত্তার অধিকারী না একই সত্তার অধিকারী! তাঁর আগমনের এক বিশেষ চিহ্ন হিসাবে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য-গ্রহণের নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে কি হয়নি? ফিরকা নাযিয়া (মুক্ত-প্রাপ্ত ফিরকা)-এর ওপরেও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে। ৭৩ ফিরকার মধ্যে ৭২ কোন্ কোন্টি আর এক কোন্টি। এ ব্যাপারে সরাসরি সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, এই কথা ইসলামের প্রধান বিষয়বলীর অন্তর্ভুক্ত কিনা।

৩। এসব বিষয়ে বিতর্ক চূড়ান্ত হওয়ার পরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর কর্ম-কাণ্ডের ওপরে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং ঐ সময়ে 'ফাকাদ লাবিসতু ফীকুম উমুরান্মিন কাবলেহি আফালা তাকেলূন—অনুযায়ী নবুওয়তের দাবীর পূর্বের জীবনকে বিতর্কের বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৪। একটি জরুরী শর্ত এই যে, মুনাযেরার জন্যে ব্যাপক সময় থাকা দরকার যাতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হতে পারে।

৫। মোনাযেরার একটি নেহায়েৎ গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক শর্ত এই হবে যে, সৌদী সরকার লিখিতভাবে এ জামানত দিবে যে, সে সারা মুনাযেরা সৌদী আরবে ও নিজ প্রভাবাধীন দেশসমূহে সরকারী টেলিভিশনে দেখাবে। এজন্যে জোনাকার সাহেবের জন্যে ইহা অবশ্য কর্তব্য হবে যে, তিনি যেন আসার সময়ে সৌদী সরকারের সার্টিফিকেট আনতে ভুল না করেন।

পরিশেষে হুযুর আনোয়ার (আই:)এ অপবাদেরও উল্লেখ করেন যে, ইসরাঈল নাকি এম, টি, এ-এর জন্যে জামা'তে আহমদীয়াকে ১৮ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দান করেছে। হুযুর (আই:) বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে এ মিথ্যে ও বানোয়াট কথার একই জবাব—লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন—(মিথ্যেবাদীর ওপরে আল্লাহ্র অভিসম্পাত বর্ষিত হোক)

(২৫শে আগষ্ট, ১৯৯৪ তারিখের বদর পত্রিকার সৌজন্যে)

সংগ্রহ ও অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

'খতমে নবুওয়ত' ও 'মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' সাহেব

মূল—মাওলানা আতাউল্লাহ্ কলীম
মিশনারী ইনচার্জ জার্মানী
অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

২য় কিস্তি

মোকাররম "মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী" সাহেব সূরা আহযাবের ৪১ আয়াতের

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ০

অর্থ এরূপ করেছেন "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারো পিতা নন, কিন্তু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র রসূল এবং সকল নবীদের শেষকারী।"

পরে এর শানে নুযূল বর্ণনা করার পর 'ওয়া লাকির রাসূলাল্লাহে ওয়া খাতামান্নাবীঈন'-এর অর্থ করেছেন এভাবে—"কিন্তু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র রসূল এবং আখেরুল আম্বীয়া।"

উভয় অর্থ দ্বারা এ উদ্দেশ্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আঁ: হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নবীদের শেষকারী এবং আখেরী নবী যাঁর পরে কোন প্রকারের নবীর আগমন একেবারেই অসম্ভব।

এই আয়াত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপরে হিজরতের পঞ্চম বছরে নাযেল হয়েছিল, আর এর অর্থ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর চাইতে অধিক কেউ বুঝতে পারে না, কেননা 'আল্লামাহু শাদীদুল কুওওয়া—(তাকে এ কালাম অতীব শক্তিশালী খোদা বুঝিয়েছেন—সূরা নজম ৬ আয়াত) তাঁর সম্বন্ধে বারী তা'লার এ উক্তি।

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর পুত্র ইব্রাহীম হযরত মারিয়া কিবতীয়াহ্ (রা:)-এর গর্ভে এ আয়াত নাযেলের ৩/৪ বছর পরে এবং কতক বর্ণনা অনুযায়ী ৫বছর পরে জন্মগ্রহণ করেন। আর নবুওয়তের মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার পরে যেহেতু ইনি প্রথম পুত্র ছিলেন তাই আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁকে খুবই ভাল বাসতেন। কিন্তু খোদার নিয়তির বিধানানুযায়ী ইনি ১৭/১৮ মাস পরে আল্লাহ্তালার নিকটে চলে গেলেন। স্বভাবতই তার মৃত্যুর পরে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম খুবই দুঃখ পেলেন এবং তাঁর চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হলো। তিনি বললেন—ইন্না বেফেরাকিকা ইয়া ইব্রাহীমু লামাহ্যূনূন। অর্থাৎ হে ইব্রাহীম! আমরা তোমার বিয়োগ ব্যাথায় গভীরভাবে ব্যাথাতুর। এর সাথেই তিনি বল্লেন, ওয়া লাও আশা লাকানা

সিদ্দীকান্ নাবীয়া—অর্থাৎ যদি আমার এ সন্তান জীবিত থাকতো তাহলে অবশ্যই সত্যবাদী নবী হতো (ইবনে মাজা কিতাবুল জানায়েয)। এ হাদীস সম্বন্ধে ফিরকা হানাফীয়া-এর মহা সম্মানিত ইমাম হযরত মুল্লা আলী বিন মুহাম্মদ সুলতান আল কারী (মৃত্যু—১০১৪ হিজরী) তাঁর কিতাব আল আসরারুল মারফু'আহ্ ফিল আখবারেল মাওযু'আহ্-এর ১৯২ পৃষ্ঠায় বলেন :

قلت : ومع هذا لو عاش ابراهيم وصار نبيا و كذا لو صار عمر نبيا لكان من اتباعه عليه الصلاة والسلام كعيسى والخضر و إلياس عليهم السلام فلا يناقض قوله تعالى (و خاتم النبيين) (ع٢ع) اذ المعنى : انه لا يأتى نبى بعده ينسخ ملته ولم يكن من امته -

অর্থাৎ যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহেবযাদা ইব্রাহীম জীবিত থাকতেন এবং নবী হয়ে যেতেন, পরে হযরত উমর (রাঃ)ও নবী হয়ে যেতেন তাহলে তারা উভয়েই হযরত ঈসা (আঃ), হযরত খিজির (আঃ) এবং ইলইয়াস (আঃ) এর ন্যায় তাঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসারী নবীদের অন্তর্ভুক্ত হতেন। অতএব হাদীস—লাও আশা ইব্রাহীম লাকানা সিদ্দীকান্নাবীয়া—আল্লাহ্তা'লার কথা 'খাতামান্নাবীঈন'-এর কখনোই বিরোধী নয় কেননা খাতামান্নাবীঈন-এর অর্থ তো এই যে, তাঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরে কোন এরূপ নবী আসতে পারে না, যে তাঁর (সাঃ) ধর্মকে রহিত করে এবং তাঁর (সাঃ) উম্মতী না হয়।

খাতেমাতুল ফুকাহায়ে ওয়াল মুহাদ্দেসীন আশ্ শায়েখ আহমদ শেহাব উদ্দীন ইবনে হাজর আল্ হায়সামী আল্ মক্কী কর্তৃক রচিত আল্ ফাতাওয়াল হাদীসিয়া নামক গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে :

عن على بن ابى طالب لما توفى ابراهيم ارسل النبى صلى الله وسلما الى امه مارية فجاءته و غسلته و كفنته وخرج به وخرج الناس معه فدفنه وادخل صلى الله عليه وسلما يده فى قبره فقال : اما والله انه لنبى ابن نبى وبكى وبكى المسلمون حوله حتى ارتفع الصوت

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব বর্ণনা করেন যে, যখন ইব্রাহীম (আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পুত্র) মারা গেল তখন তিনি (সাঃ) তার মাকে ডেকে পাঠালে তিনি আসলেন। তিনি তাকে গোসল করালেন ও কাফন পরালেন এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাকে নিয়ে বের হলেন এবং লোকেরাও তাঁর (সাঃ) সাথে বের হলেন। পরে তাকে দাফন করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর (সাঃ) হাত কবরের মধ্যে রেখে বল্লেন, খোদার কসম!

সে নিশ্চিৎ নবী ও নবীর পুত্র। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কাঁদলেন এবং তাঁর (সাঃ) আশে পাশের সাহাবাগণও কাঁদলেন এমন হলো যে, কান্নার আওয়াজ উচ্চ হলো।

এখন চিন্তা করুন যে, যদি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম 'খাতামান্নাবীঈন'-এর অর্থ নবীদেরকে শেষকারী বা আখেরুল আম্বীয়া এভাবে বুঝতেন যে, তাঁর (সাঃ) পরে কোন প্রকারের নবীই আসতে পারে না তাহলে তিনি (সাঃ) অবশ্যই ইহা বলতেন না যে, যদি আমার পুত্র ইব্রাহীম যদি জীবিত থাকতো তাহলে সত্যবাদী নবী হতো। অথবা অন্য বর্ণনানুযায়ী তিনি (সাঃ) অবশ্যই ইহা বলতেন না যে, "খোদার কসম! সে নিশ্চিৎ নবী এবং নবীর পুত্র।

আবার ইমাম জালালুদ্দীন আবদুর রহমান আবি বকর আস্ সুয়ূতী তাঁর পুস্তক আল্ খাসায়েসুল কুব্রা এর প্রথম খণ্ডে লিখেন :

"واخرج ابو نعيم فى (الحلية) عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلما اوحى الله الى موسى نبى بنى اسرائيل انه من لقينى وهو جاحد باحمدا ادخلته النار قال يارب ومن احمد قال ما خلقت خلقا اكرم على منه كتبت اسمه مع اسمى فى العرش قبل ان اخلق السموات والارض ان الجنة محرمة على جميع خلق حتى يدخلها امه قال ومن امه قال الحمادون يحمدون صعودا وهبوطا و على كل حال يشدون اوساطهم ويطهرون اطرافهم صائمون بالنهار رهبان بالليل اقبل منهم اليسير وادخلهم الجنة بشهادة لا اله الا الله قال اجعلنى نبى تلك الامة قال نبيها منها قال اجعلنى من امة تلك النبى قال استقدمت واساخر و لكن سأجمع بينك وبينه فى دار الجلال"

অর্থাৎ, আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' নামক গ্রন্থে বলেন যে, হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, বনী ইসরাঈলের নবী হযরত মূসা আলায়হেস সালামের ওপরে আল্লাহ্তা'লা ওহী করলেন যে, যে-ব্যক্তি আমার সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, সে আহমদ মুজতবা (সাঃ)-এর প্রতি অবিশ্বাসী, তাহলে আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। মূসা (আঃ) বল্লেন, হে আমার প্রভূ! আহমদ কে? আল্লাহ্ বল্লেন, আমি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তার চেয়ে অধিক সম্মানিত কাউকে সৃষ্টি করিনি আর আমি তার নাম আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির আগে আমার নামের সাথে আরশে লিখে দিয়েছি। নিঃসন্দেহে আমার সমস্ত সৃষ্টির জন্যে জান্নাত নিষিদ্ধ যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। মূসা (আঃ) বল্লেন, তার উম্মত কীরূপ? আল্লাহ্তা'লা বল্লেন, ঐ উম্মত বড়ই প্রসংসা কীর্তনকারী উম্মত। তারা উত্থান ও পতন সর্বাবস্থায়ই খোদাতা'লার প্রশংসা করে থাকে। তারা নিজেদের কর্ম প্রচেষ্টায় বদ্ধ পরিকর থাকবে

এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পবিত্র করবে অর্থাৎ অযু করবে। তারা দিনে রোযাদার থাকবে এবং রাত্র যিকর-আযকার ও ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিবে। আমি তাদের ছোট ছোট সৎকর্মও গ্রহণ করবো এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু—এ সাক্ষ্যের জন্যে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। হযরত মূসা নিবেদন করলেন, আমাকে সেই উম্মতের নবী বানিয়ে দিন। আল্লাহ্তা'লা বল্লেন, তাদের নবী তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই হবেন। হযরত মূসা (আঃ) বল্লেন, তাহলে আমাকে সেই নবীর উম্মত বানিয়ে দিন। আল্লাহ্ বল্লেন, তুমি তার আগে এসেছ তারা পরে আসবে। কিন্তু খুব শীঘ্রই আমি তোমাকে এবং তাঁকে দারে জালালে (মহামহিমান্বিত স্থানে) একত্রিত করে দেবো।

এখন এ হাদীসে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্তা'লার তরফ থেকে হযরত মূসা (আঃ)-কে ওহীর মারফত তাঁর নিবেদন—তাকে যেন সেই উম্মতের নবী বানানো হয়—এর প্রেক্ষিতে খোদাতা'লা তাকে অবহিত করেছেন যে, "ঐ উম্মতের নবী তাদের মধ্য থেকেই হবেন।" যদি খাতামান্নাবীঈন ও আখেরুল আম্বীয়ার ঐ অর্থ করা হয় যা মোকার্রম 'মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' সাহেব এবং উম্মতের মধ্যে তার সমমনা আলেমগণ করে থাকেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক কল্যাণে ও তাঁর (সাঃ) দাসত্বে তাঁর প্রকৃত তাবেদারীতে (অনুসরণে) ও কোন উম্মতী নবী হতে পারে না, তাহলে উপরোক্ত হাদীসের আলোকে তা কীভাবে সঠিক হতে পারে?

পুনরায় সহীহ বুখারী ও মুসলিমের 'ফযলুস্ সালাত ফী মাসজিদিল মাদীনাতে' পরিচ্ছেদের নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত রয়েছে:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانى اخرالا نبياء و ان مسجدى اخرالمساجد

অর্থাৎ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন: "নিশ্চয় আমি আখেরী নবী এবং আমার এই মসজিদ আখেরী মসজিদ।"

এখন এই 'ইন্নী আখেরুল আম্বীয়ায়ে' সম্বলিত হাদীস প্রসঙ্গে কতিপয় অস্থির প্রকৃতির লোক এবং স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন লোক ভুলক্রমে বলে দিতে পারে যে, সম্ভবতঃ এ বক্তব্য দ্বারা ইহা বুঝানো হয়েছে যে, (সাঃ) পরে কোন আকারেই কোন প্রকারের নবীই আসতে পারে না যদিও বা সে তাঁর (সাঃ) সেবক ও তাঁর (সাঃ) অংশই হোক না কেন। সেক্ষেত্রে তিনি (সাঃ) তখন তখনই এ সম্ভাবনাময় হোঁচট খাওয়ার প্রাক্কালে এক উজ্জ্বল প্রদীপ স্থাপন করতঃ স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন—এখানে 'ইন্নী আখেরুল আম্বীয়ায়ে' বাক্য দ্বারা আমার উদ্দেশ্য এই যে, আমি সেই রকমের আখেরী নবী যেভাবে আমার এই মসজিদ (মদীনার মসজিদ) আখেরী মসজিদ। যদি 'ইন্নাল মাসজিদি আখেরুল মাসাজিদ' (অর্থাৎ আমার এই মসজিদ আখেরী মসজিদ)-এর অর্থ ইহা না হয় এবং অবশ্যই নয় যে, আগামীতে দুনিয়াতে কোন মসজিদ তৈরীই হবে না বরং এর কেবল এই অর্থ যে, আগামীতে আমার মসজিদের মোকাবেলায় ও বিরুদ্ধে কোন মসজিদ তৈরী হবে না, যে মসজিদই তৈরী হবে তা আমার মসজিদের

অনুসরণে হবে এবং এর প্রতিবিম্বাকারে হবে কেননা আমার শরীয়ত চিরন্তন আর এর পরে অন্য কোন শরীয়ত নেই। এমতাবস্থায় অবশ্যই 'ইন্না আখেরুল আম্বীয়ায়ে' (আমি আখেরী নবী) এর অর্থও ইহাই যে, আমার পরে এমন কোন নবী আসতে পারে না, যে আমার নিকট থেকে আলাদা থেকে নবুওয়তের পুরস্কার লাভ করবে বরং যে-ই (নবী) হবে সে আমার শিষ্য ও অনুসারী এবং প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ হবে। আল্লাহ্! আল্লাহ্! ইহা কীরূপ মাহাত্ম্যপূর্ণ কথা! আর আমাদের নেতা (সাঃ)-এর দূরদৃষ্টি কত দূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, 'ইন্নী আখেরুল আম্বীয়ায়ে' বাক্যের মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশের মারাত্মক ঝুঁকি লুক্কায়িত ছিল উহাকে আঁচ করে সত্বর এ বাক্য দ্বারা তা দূরে সড়িয়ে দিলেন যে, আমি এ-অর্থে শেষ নবী যে-অর্থে আমার এ মদীনার মসজিদ শেষ মসজিদ। যদি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মসজিদের পরে ইসলামী দেশগুলোতে লক্ষ লক্ষ মসজিদ তৈরী হওয়ার পরেও 'ইন্নাল মাসজিদি আখেরুল মাসাজিদ'-এর তাৎপর্য অক্ষুন্ন থাকতে পারে এবং এতে কোন প্রকার ছিদ্র সৃষ্টি না হয় তাহলে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উম্মতের মধ্যে তাঁর কোন শিষ্য, সেবক এবং দাস তাঁর (সাঃ) অনুসরণে এবং তাঁর (সাঃ) প্রতিবিম্ব হয়ে নবুওয়তের পুরস্কার পায় তবে কীভাবে 'ইন্নী আখেরুল আম্বীয়ায়ে' অর্থাৎ আমি শেষ নবী-এর পরিপন্থী বলে ইহাকে আখ্যায়িত করা যায়?

আবার ইমাম হাফেয জালালউদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবি বকর আল সাইউতি তাঁর আল্ জামেউস্ সগীর পুস্তকে নিম্নোক্ত এ হাদীসটি সংকলিত করেছেন—

عن جابر : ابو بكر خير الناس الا ان يكون نبى

হযরত জাবের (রাঃ)-থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি আমার পরে কোন নবী আগমন করেন তিনি ব্যতিরেকে আবু বকর এ উম্মতের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি।

উপরোক্ত এ চারটি হাদীস থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম, যাঁর ওপরে সূরা আহযাবের ৪১ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যার মধ্যে তাঁকে (সাঃ) খাতামান্নাবীঈন-এর মর্যাদা দান করা হয়েছে, তিনি এতদ্বারা অবশ্যই ইহা বুঝেন নি যে, তাঁর (সাঃ) পরে তাঁর (সাঃ) আধ্যাত্মিক কল্যাণে তাঁর (সাঃ) অনুসরণে এবং তাঁর (সাঃ) দাসত্বেও উম্মতের মধ্যে কোন নবী আসতে পারে না। নচেৎ তিনি কখনও বলতেন না যে,—

যদি ইব্রাহীম জীবিত থাকতো তবে সত্যবাদী নবী হতো। আর খোদার কসম! সে নিশ্চিৎ নবী ও নবীর পুত্র।

হযরত মূসা (আঃ)-কে খোদাতা'লা ওহীর মাধ্যমে কথোপকথন দ্বারা বলেছেন যে,—

আহমদ মুজতবার উম্মতের নবী তাদের মধ্য থেকে হবেন।

আমি আখেরী নবী এবং আমার এ মসজিদ আখেরী মসজিদ।

যদি আমার পরে কোন নবী আগমন করেন তিনি ব্যতিরেকে আবু বকর এ উম্মতের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি।

(চলবে)

পত্র-পত্রিকা থেকেঃ

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ইতিবাচক

—বামফ্রন্ট

"কাগজ প্রতিবেদক : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের গতকালের বৈঠককে ফ্রন্ট নেতারা রাজনৈতিক সংকট নিরসনের একটি ইতিবাচক সূচনা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাদের ভাষায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেন্দ্রিক রাজনৈতিক সংকট, মৌলবাদী উত্থানের বিপদ ও দেশীয় অর্থনীতির দুরবস্থার বিপরীতে সুনির্দিষ্ট করণীয় সম্পর্কে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি।

গোলাম আযম ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং ২৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়ের-কৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বামফ্রন্ট নেতারা এতদ প্রসঙ্গে সংসদের চার দফা চুক্তির প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি মামলা প্রত্যাহারের বিষয়টি আশু বিবেচনার আশ্বাস দেন এবং পুরো চুক্তি বাস্তবায়নের প্রশ্নে বাম ফ্রন্ট নেতাদের আশাবাদী থাকতে বলেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে রাশেদ খান মেনন জানান, ব্লাসফেমী ও কাদিয়ানী ইস্যুতে মৌলবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ না করার জন্যে আমরা জোরালোভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছি এবং উপাসনালয়ে সকল ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করতে বলছি"।

(৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ ইং তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

দিনের পর দিন

শফিক রেহমান

"তাহলে বাংলাদেশের মৌলবাদীরা এখন কাকে টার্গেট করবে?

এখন তারা আবার একটি বহু পুরনো লক্ষ্যকেই নতুন করে টার্গেট করেছে। আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুয়ত বাংলাদেশের সভাপতি বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মওলানা উবায়দুল হক বলেছেন, 'সরকার নিজের আত্মরক্ষার জন্যে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দবি মানতে বাধ্য হবে।' এই সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মওলানা আহমেদ শফি বলেন, 'সময় আসলে আমরাও ভাঙচুর করবো। আগুন জ্বালাবো।' পরিষদ সদস্য মওলানা মুফতি আবদুল বারি বলেন, 'যারা কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে বলে না তারাও অমুসলিম হয়ে যাবে।' আমার বিশ্বাস তসলিমার অনুপস্থিতিতে এই মৌলবাদীদের প্রধান টার্গের হবে কাদিয়ানীরা। মইন বললো।

বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের সংখ্যা কতো?

ঠিক জানি না। কয়েক হাজার মাত্র হবে। মজার কথা কি জানো? আজ বাংলাদেশের মওলানারা কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও সহিংসতা ছড়াচ্ছে। অথচ এই বাংলাদেশেরই সাধারণ মুসলমানরা গর্বিত হয়েছিল যখন জাফরুল্লাহ খান দি হেইগ-এ আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং যখন প্রফেসর আবদুস সালাম ষ্টকহোমে নোবেল প্রাইজ গ্রহণ করেন। মইন বললো।

আচ্ছা, এই যেসব মৌলবাদী ইসলাম সম্পর্কে বড় বড় বুলি আর ফতোয়া দিচ্ছেন তারা নিজেরাই কি সত্যিকারের মুসলিম? তাদের ব্যক্তিগত জীবনে তারা ইসলামের আদর্শ কতোখানি মেনে চলছেন সে বিষয়ে কি কেউ কখনো খোঁজ করেছে? বৃটেনে কিন্তু এরকম একটা বিতর্ক হলে রিপোর্টারেরা এতদিনে এসব তথ্য ফাঁস করে দিত। জুলু বললো"।

(৩০শে আগষ্ট, যায় যায় দিন-এর দিনের পর দিন থেকে উদ্ধৃত)

আন্তর্জাতিক ইসলামী টিভি চ্যানেল চালু করার আহবান

"বিশ্বের বিশিষ্ট ইসলামী দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ সারা বিশ্বে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্যে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী টেলিভিশন চ্যানেল চালু করার আহ্বান জানিয়েছেন। আরবী সাপ্তাহিক আল মুসলিম সম্প্রতি এ খবর পরিবেশন করে।

মুসলিম চিন্তাবিদদের এ আহ্বানের উদ্দেশ্য হলো কাদিয়ানীদের একটি ষড়যন্ত্রকে নস্যাত করা। কিছুদিন আগে কাদিয়ানী সম্প্রদায় "মুসলিম টিভি" নাম দিয়ে একটি স্যাটেলাইট চ্যানেল চালু করেছে। এ চ্যানেলটি দৈনিক ১২ ঘন্টা ধরে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দর্শকদের জন্যে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রচার শুরু করেছে।

কাতারের 'সীরাত ও সুন্নাহ গবেষণা পরিষদের' প্রধান বিখ্যাত মিশরীয় ইসলামী চিন্তাবিদ শেখ কারদাভী বিশ্বের সম্পদশালী মুসলমান এবং মুসলিম বিশেষজ্ঞদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যেন অবিলম্বে একটি ইসলামী স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল চালু করা হয়।

মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডঃ মুহাম্মদ আল সাদী ফারহাদ বলেন, যে হারে চারদিকে এখন স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল চালু হয়েছে তাতে একটি ইসলামী চ্যানেল চালু করা জরুরী হয়ে পড়েছে"।

(নিউজ লেটার, আগষ্ট ৯৪ থেকে উদ্ধৃত)

ক্যাথলিক প্রেস এসোসিয়েশন আয়োজিত সেমিনার

ব্লাসফেমি আইন পাস হলে ধর্মীয় সম্প্রীতি মানবিক মূল্যবোধ ও উন্নয়ন ব্যাহত হবে

ষ্টাপ রিপোর্টার ।। 'বাংলাদেশ ক্যাথলিক প্রেস এসোসিয়েশন' আয়োজিত 'ব্লাসফেমি আইন ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' শীর্ষক এক সেমিনারের আলোচকগণ ব্লাসফেমি আইনের তীব্র

বিরোধিতা করে বলেছেন, এই আইন পাস হলে ধর্মীয় সম্প্রীতি, মানবিক মূল্যবোধ এবং উন্নয়ন ব্যাহত হবে। সংখ্যালঘুদের যে ক্ষতি হবে তার চেয়ে আরও বেশি ক্ষতি হবে মুসলমানদের। ব্যক্তিস্বার্থ সংরক্ষণে ইহুদীদের দ্বারা ব্লাসফেমি আইন প্রবর্তন হয়েছিল। পরবর্তীতে তা খৃষ্টানদের হাতে গেলেও বিবেকবান সভ্য সমাজের কাছে এই আইন ভাল আইন বলে স্বীকৃতি পায় নি। বাংলাদেশে যারা ব্লাসফেমি আইন পাশ করাতে চাচ্ছে তারা নিন্দিত ইহুদীদেরই অনুসরণ করছে। এরা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেনি। তাই ধর্মের নামে অরাজকতা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। ব্লাসফেমি আইন পাস হলে আবারও এরা গণহত্যা করবে, বুদ্ধিজীবী হত্যা করবে। সময় থাকতেই এদের প্রতিহত করা দরকার"।

(১০/৯/৯৪ইং তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

দাড়ির রকমারী

"ভালোমতো দাড়ি গজিয়েছে এমন পুরুষ মানুষের দাড়ি-গোঁফের কেশগুচ্ছ তার মুখের প্রায় চল্লিশ ভাগ জায়গা জুড়ে থাকে। দাড়ি রাখা কারও শখ, কারও কাছে সম্মানের প্রতীক, আভিজাত্যের প্রতীক, অনেকের কাছে আবার ধর্মীয় আচারের অঙ্গ। মুসলমান ও শিখদের মধ্যে দাড়ি রাখার পেছনে ধর্মীয় বোধ কাজ করে। শিখরা অনেকেই দাড়িতে জীবনে ক্ষুর-কাঁচি লাগায় না। তবে প্রাচীনকাল থেকে আজ অব্দি বহু নামীদামী মানুষই দাড়ি রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মার্কস, আব্রাহাম লিংকন, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, জর্জ বার্নাড শ' এমন অসংখ্য দাড়ি বিশিষ্ট মনীষীর নাম করা যায়।

প্রাচীন মিশরে দাড়ি রাখা ছিলো মর্যাদার প্রতীক। সেকালে মিশরীয়রা দাড়ির দৈর্ঘ তথা বিস্তার নির্ণয় করতেন সামাজিক পদমর্যাদা অনুসারে। মিশরীয় রাজার দাড়ি কমপক্ষে ছয় ইঞ্চি থাকা ছিলো এক ধরনের নিয়ম। প্রাচীন আসিরীয় ও ব্যবিলনী সম্রাট হাম্বুরাবীর দাড়ি ছিলো বুক ছাপানো। আসিরীয়ার বেনিপালের দাড়ি একেবারে নাভি নাগাদ। বুক পর্যন্ত বিস্তৃত দাড়ি রাখতেন প্রাচীন পারস্য সম্রাট দরায়ুস। রোমান সম্রাটদের মধ্যে দাড়ির জন্য বিখ্যাত ছিলেন হেড্রিয়ন, আণ্ডোনিয়াস ও ওরেলিয়াম প্রমুখ। এককালে রুশদের সাজসজ্জায় দাড়ি রাখাকে পবিত্র কাজ বলে বিবেচনা করা হতো। দাড়ির জন্যে বিখ্যাত ছিলেন রুশ সম্রাট ইভান।

জানা যায়, সেক্সপীয়ার দাড়ির ব্যাপারে বেশ উৎসাহী ছিলেন। তাঁর 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'-এর নায়িকা রোজালিণ্ডের একটি সংলাপ—'আপনাদের মধ্যে আমি তাঁদের সবাইকে চুম্বন করতে পারি যাঁদের দাড়ি আছে।··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

রুশ সম্রাট পিটার দ্যা গ্রেট ছিলেন দাড়িবিহীন বা মাকুন্দা। নিজের দাড়ি ছিলো না বলে তিনি দাড়ির ওপর ট্যাক্স বসান। এটা ১৭০৫ সালের ঘটনা। ধনী ব্যবসায়ীরা দাড়ি রাখলে ১শ' মাঝারি ব্যবসায়ীরা রাখলে ৬৩ এবং অন্যান্য সাধারণ লোকেরা রাখলে ৩০

রুবেল করে সরকারী ট্যাক্স দিতে হতো। এ আইন অবশ্য ভিক্ষুকদের বেলায় প্রযোজ্য ছিলো না। মোটকথা, রাজ পরিবারের সদস্যদের দাড়ি রাখা ছিলো বাধ্যতামূলক। তবে ১৯২২ সালে আরেক নতুন আইনের মাধ্যমে জানানো হয়, যারা দাড়ি রাখবে তারা অবশ্যই সাবেকী ধাঁচের পোশাক পরবে। না হলে জরিমানা দিতে হবে ৫০ রুবেল।

ফ্রান্সের সম্রাট ত্রয়োদশ লুইও সপ্তদশ শতাব্দীতে দাড়ি রাখাকে আইন বিরুদ্ধ অপরাধ ঘোষণা করেন। কারণ তাঁর নিজের দাড়ি গোঁফ গজাতো না। তিতুমীরের সময় অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলার জনৈক জমিদার কৃষ্ণদেব রায় দাড়ির ওপর আড়াই টাকা কর ধার্য করেছিলেন।

একমাত্র পুরুষরাই দাড়ি-গোঁফের প্রাকৃতিক অধিকারী হলেও মেয়েরাও যে দাড়ি রাখতে চায় তার প্রমাণ আছে। প্রাচীন মিশরীয় চিত্রকলায় মেয়েদের গালে দাড়ির বাহার দেখা যায়। মিশরের জনৈক রাণী হাতসেপুষ্ট কোন রাজকীয় সমারোহে যোগদান করার সময় নকল দাড়ি লাগাতেন। প্রাচীন মিশরের রাজপরিবারে ঐতিহ্যগত আভিজাত্যের কারণে মহিলারাও দাড়ি লাগিয়ে গৌরবান্বিত মনে করতেন। মহিলাদের এই সকল দাড়ি তৈরি হতো সোনা দিয়ে।

রোমান সম্রাট ক্যালিগুলা একবার ভাবলেন সাধারণ মানুষের মতো দাড়ি রাখা তার জন্য শোভন নয়। তাই তিনি গ্রীক দেবতা জুপিটারের মূর্তির অনুসরণে দাড়ি বানাবার ভার দেন স্বর্ণকারকে। সোনার তৈরি দাড়ি। যথাসময়ে এই স্বর্ণদাড়ি তৈরি হলো এবং সম্রাট রাজকীয় কাজের সময় তা ব্যবহার করতে লাগলেন।

লম্বা দাড়ির জন্য যিনি বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন তিনি নরওয়ের হ্যান্স ল্যাংমেথ। তাঁর দাড়ির দৈর্ঘ ছিলো ১৭ ফুট। এই দাড়ি কর্তিত অবস্থায় এখনও রক্ষিত আছে নরওয়ের স্মিথসোনিয়ান ইনস্‌টিটিউশনের মিউজিয়ামে। আরেক দীর্ঘ দাড়ির মালিক ছিলেন ফ্রান্সের ফেলিনে। জুল হু'খত নামের এই ভদ্রলোকের দাড়ি লম্বায় ছিলো বারো ফুট এগারো ইঞ্চি।

১৯১৬ সাল। রবীন্দ্রনাথের নাটক ফাল্গুনীর অভিনয় হবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। রবি ঠাকুর নিজে এতে স্বল্প বাউলের চরিত্রে অভিনয় করবেন। আর তাঁর জীবনীকার এবং সাহিত্যিক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় হবেন নাটকের 'সর্দার'। তখন প্রভাত বাবুর মুখে বাহারি কালো দাড়ি খুব শখ করে রেখেছেন। কিন্তু সর্দার সাজতে দাড়ি কাটতে হবে—বললেন, রবি ঠাকুর। প্রভাত বাবু খুব মর্মাহত হলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, মেঘমুক্ত প্রভাতকে কেমন লাগে দেখি। প্রভাত বাবু এই ঘটনার উল্লেখ করে মজা করে লিখেছেন—, রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে মনে হচ্ছিলো বলি—, আমারও বড় ইচ্ছে মেঘমুক্ত রবিকে কেমন দেখায় তা একবার দু'চোখ ভরে দেখবো। কিন্তু সাহস করে সে কথা তাঁকে বলতে পারিনি"।

(আজকের কাগজ ১৩/৯/৯৪ থেকে)

'ইসলামী রাষ্ট্র' পাকিস্তানে

পাকিস্তানে একটি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে জিয়াউল হকের আমলে।

সম্প্রতি পাকিস্তানের রাওয়াল পিণ্ডিতে মোল্লাদের চাপে সরকার একটি আহমদীয়া মসজিদ ভেঙ্গে দিয়েছে। রয়টার এই সংবাদ পরিবেশন করেছে।

অপর দিকে আগামী ১৪ই অক্টোবর ওয়াশিংটনে নব নির্মিত আহমদী মসজিদের উদ্বোধন করবেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)।

পাকিস্তানে সরকারের সমর্থন নিয়ে মোল্লারা আহমদীয়া মসজিদগুলি থেকে পবিত্র কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' কাল রং দিয়ে মিটিয়ে দিয়েছে।

একবার এক মসজিদে কলেমা মিটাতে যেয়ে পুলিশরা বলল যে, 'আমরা এই গুণাহের কাজ করতে পারব না। কোন অমুসলমানকে দিয়ে এই কাজটি করাতে হবে।' অতঃপর একজন খৃষ্টানকে ডেকে আনা হল। ঐ খৃষ্টান বলল, 'আমি পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করে আসি।' পাদ্রী সাহেব বললেন, 'তুমি কলেমার প্রথম অংশ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' মিটাবে না। কারণ এই অংশটি আমরাও বিশ্বাস করি। তুমি শেষ অংশটি 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' মিটিয়ে ফেলতে পার। কারণ আমরা মুহাম্মদকে রসূল মানি না।' এমতাবস্থায় একজন মৌলবী এসে ফতোয়া দিল, 'কলেমার সবটুকু মিটিয়ে দাও আলকাতরা দিয়ে। পাপ হলে তা আমার হবে।' তখন একজন পুলিশ তা মুছিয়ে দিল। মৌলবী সাহেব বিজয়ের হাসি হেসে তৃপ্তির সঙ্গে ঘরে ফিলে গেল।

গুঁন্চা

(ফুল-কুঁড়ি)

(৫ থেকে ৭ বছরের ওয়াকফে নও এবং অন্যান্য শিশুর জন্যে তা'লীম তরবীয়তি পাঠ্যসূচী)

মূল—আমাতুল বারী নাসের

অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

সপ্তম কিস্তি

হাদীস

মা—তুমি কি জান হাদীস কাকে বলে ?

শিশু—প্রিয় নবী মহানবী (সা:)-এর কথাকে হাদীস বলে। আর হাদীস মুখস্থ করার মধ্যে অনেক কল্যাণ রয়েছে।

মা—প্রথমে তো আমি তোমাকে হাদীস মুখস্ত করা এবং অন্যকে শিখান সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লার পুরস্কারের সম্পর্কিত হাদীসটি বলবো। আমাদের প্রিয় নবী (সা:) বলেছেন, লোকদেরকে শুনাবার জন্যে আর বুঝাবার জন্যে যে ব্যক্তি ধর্ম সম্বন্ধে ৪০টি হাদীস মুখস্ত করে, আল্লাহ্‌তা'লা কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিকে অনেক বেশী লেখা-পড়া জানা লোকদের অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং কেয়ামতের দিন আমি আল্লাহ্‌তা'লার নিকট ঐ ব্যক্তিকে মাফ করে দেবার জন্যে সুপারিশ করবো।

শিশু—আগে থেকেই আমার ৩টি হাদীস মুখস্ত আছে।

মা—এখন আমি তোমাকে ৫টি ছোট ছোট হাদীস মুখস্ত করাবো : কিন্তু উহাদের অর্থ অনেক গভীর।

১। লায়সাল খাবরু কাল মু'আইয়ানাতে—শুনা কথা নিজে দেখার মত নয়।

২। আল্‌হারবু খুদ'আতুন—যুদ্ধ কৌশলের নাম।

৩। আল্‌মুসলেমু মেরআতুল মুসলেমে—একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের দর্পণ স্বরূপ।

৪। আল্‌মুসতাশারু মু'তামানুন—পরামর্শদাতাকে বিশ্বস্ত হতে হয়।

৫। আল হায়াউ খায়রুন কুল্লুহু—লজ্জাশীলতা সর্বৈব কল্যাণ।

সবচে' প্রিয় মানুষ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম

সোনামনিরা আমার। তোমরা দুনিয়াতে নানা প্রকার মানুষ দেখেছ। কতক ভাল এবং কতক খারাপ। আর কতক এমন রয়েছেন যারা অত্যন্ত ভাল। তোমরা কি কখনও চিন্তা করেছ যে, সবচে' ভাল মানুষটি কে? এরূপ ভাল মানুষ যাঁকে খোদাতা'লাও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সবচে' ভাল মানুষ বলে মনে করেন।

আজ আমি তোমাদেরকে সবচে' উত্তম মানুষটির জীবনের কিছু কিছু ঘটনা বলবো। এ সব ঘটনা শুনে তোমরা ইহা জানতে পারবে যে, উহা কি কাজ ছিল যা করার ফলে একজন মানুষ সব মানুষের মধ্যে ভাল মানুষে পরিগণিত হয়েছেন। আর খোদাতা'লার নিকটেও সর্বাধিক প্রিয় হয়েছেন। তোমরা হয়তোবা বুঝেই গেছ আজ আমরা আমাদের প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কথা বলবো। তোমরা রাজা-বাদশাহ ও রাজকুমোরদের কেস্‌সা শুনে থাক বা পড়ে থাক। আজ যে রাজকুমোরের কথা তোমাদের বলবো তিনি বড়ই মহান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি সকল মানুষের প্রিয় ও সব নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কোন সম্মানিত অতিথি আসলে আমরা প্রস্তুতি নিয়ে থাকি। খোদাতা'লাও রাজকুমোরকে দুনিয়ায় পাঠাবার জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছেন।

প্রথমেতো এ দুনিয়া তৈরী করেছেন। যমীন ও আসমান বানিয়েছেন। উহাকে চাঁদ, সুরুজ ও তারকারাজি দিয়ে আলোকিত করেছেন। সমুদ্র, পাহাড়, জঙ্গল, ফুল ও পাখী দ্বারা সাজিয়েছেন। এখন সব নাম তো আমরা গণনাই করতে পারি না। তোমরা তো মাশাআল্লাহ্ বুদ্ধিমান। যখন আমি ইহা বলে দিলাম, সব কিছু আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর প্রিয় রাজকুমোরের জন্যে বানিয়েছেন, তখন তোমরা আশ্চর্য হয়ে ভাবছ, কী বিরাট আয়োজন, তাই না!

আবার দুনিয়ার মধ্যে একটি দেশ বানিয়েছেন যার নাম আরব দেশ। আরব দেশে মক্কা নামে একটি শহর বানিয়েছেন। তোমাদের কি হযরত ইসমাঈলের ঘটনা জানা আছে? এই সেই মক্কা শহর, হযরত ইসমাঈল আলায়হেস সালাম এসে যার আবাদ করেছিলেন। আর এখানে কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। এ শহরে একটি ঘর ছিলো। ঐ ঘরে মক্কার সর্দারের পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ তাঁর স্ত্রী হযরত আমেনাকে নিয়ে বসবাস করতেন। তাঁরা উভয়েই খুব পুণ্যবান ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ কোন এক সফরে গেলেন এবং অসুস্থ হলেন। পরে মারা গেলেন।

এখন হযরত আমেনা একাকী হয়ে গেলেন। তিনি আল্লাহ্ পাকের নিকট অনেক দোয়া করতেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর মধ্য থেকে একটি উজ্জল জ্যোতি: বের হল, যা ছড়াতে ছড়াতে আর বাড়তে বাড়তে সারা দুনিয়ায় ছেয়ে গেল।

তিনি আরও স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর কোলে পূর্ণিমার চাঁদ এসে গেছে। হযরত আমিনা তাঁর স্বপ্নগুলো হযরত আবদুল্লাহ্‌র আব্বু হযরত আব্দুল মুত্তালেবকে শুনালেন। তিনি বুঝতে পারলেন, খোদাতা'লা হযরত আমেনাকে কোন মর্যাদাবান সন্তান দান করবেন। এবং পরে একদিন খোদাতা'লা ফজরের আযানের সময়ের কিছু আগে হযরত আমেনার কোলে সত্যি সত্যি চাঁদের মতন এক পুত্র সন্তান দিয়ে দিলেন।

এ শিশুর দাদু হযরত আব্দুল মুত্তালেব এলেন। শিশুকে দেখে খুবই আদর করলেন তিনি। এখন শিশুর নাম রাখতে হবে। হযরত আমেনা স্বপ্নে শিশুর নাম দেখেছিলেন আহমদ। হযরত আব্দুল মুত্তালেব শিশুর নাম রাখলেন মুহাম্মদ (সাঃ) যার অর্থ হলো সর্বাধিক প্রশংসিত। এবার দাদু নাতিকে কোলে তুলে নিলেন। এবং খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে কাবা ঘরের দিকে চলে গেলেন। কোলের রাজকুমোর এই প্রথম বারের মত ক'াবা ঘর তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করলেন। দাদুর ইহা জানা ছিল যে, শিশুর আব্বু মারা গেছেন। ভরপুর ভালবাসা দাদাকেই দিতে হবে। নিজের ছেলের এ চিহ্নটি দেখে দাদুর খুবই ভাল লাগত।

আরবে এই প্রথা ছিল যে, শিশুদেরকে ভাল স্বাস্থ্য লাভ করে বড় হওয়ার জন্যে গ্রামের খোলা মেলা জায়গায় খোলা বাতাসে অবস্থানকারীদের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হতো। কয়েক বছর পরে বাচ্চা মক্কায় আব্বু আম্মুর নিকট ফিরে আসত। আমাদের এ ছোট রাজকুমোরকেও মক্কার নিকটবর্তী গ্রামের বাসিন্দা হালিমা তাঁর সাথে নিয়ে গেলেন। ধাত্রী হালিমা গরীব ছিলেন। দুর্বল ক্ষীণকায় একটি উটে চড়ে তিনি মক্কায় এসেছিলেন। অন্যান্য লোকেরা তাদের বাচ্চাদেরকে এ গরীব মহিলার নিকট দিলেন না। আর গ্রামের অন্যান্য মহিলারা বাপ ছাড়া এ শিশুকে নেবার জন্যেও রাজী হলো না। তারা ভাবলো, এ এতীম শিশুকে লালন পালন করলে কী পাওয়া যাবে। আল্লাহ্‌তা'লার তো এ ছোট্ট মনির বরকত ও কল্যাণ দেখাবার ছিল। যে উট অতি কষ্টে মক্কায় এসেছিল। যখন ঐ ছোট এতীম খোকা মনিকে কোলে নিয়ে ধাত্রী হালিমা ঐ উটের পিটে চড়ে বসলেন তখন উটটি খুবই জোরে জোরে চলতে লাগলো। এ শিশু আসার পরে ধাত্রী হালিমার ঘর আনন্দে ভরে গেল। বকরীগুলো বেশী বেশী দুধ দিতে লাগলো। শিশু মোটা তাজা হয়ে গেল। যে জায়গায় ধাত্রী হালিমা বসবাস করতেন সে জায়গাটাও শস্য শ্যামল হয়ে গেল।

যখন ছোট্ট রাজকুমোরের বয়স চার বছর হলো তখন ধাত্রী হালিমা তাঁকে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন। হযরত আমিনা শিশুকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। কেননা সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্যের শিশুটি খুবই সুন্দর সুন্দর কথা বলত। আর মনভোলানো

অঙ্গভঙ্গি দ্বারা সকলের চোখের মণিতে পরিণত হলো। হযরত আমিনা মনে করলেন, এ আদরের শিশুকে নিয়ে আত্মীয়-স্বজন ও মামা বাড়ী দেখিয়ে আসবেন। তিনি তাঁকে নিয়ে মদীনায় গেলেন। মদীনা থেকে মক্কায় ফেরার পথে রাস্তায় শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পিতার কবরস্থানে দোয়া করতে চাইলেন তিনি। রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কচি শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আব্বু তো আগে থেকেই ছিলেন না। এখন মাকেও হারালেন তিনি।

উম্মে আয়মন নামে এক 'বুয়া' তাকে মক্কায় নিয়ে আসলেন। আর দাদুর কোলে দিয়ে দিলেন। শিশু পৌত্র তো ছিল দাদুর প্রাণ। সারা দিন বুকে পিঠে করে মানুষ করেন। সর্বদা সাথে সাথে রাখেন। কখনও শিশু মুহাম্মদ খেলতে খেলতে এদিক সেদিক হলে দাদু আদরে আপ্লুত হয়ে বলতেন, দাদু আমার প্রাণ! আমার চোখের আড়াল হয়োনা। এত আদর করতেন যে, শিশুটির আব্বু আম্মুর অভাবই অনুভূত হত না। কিন্তু খোদাতা'লার সিদ্ধান্ত ছিল তো অন্য। দাদু বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। যখন শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বয়স আট বছর হ'ল তখন তাঁর দাদু মারা গেলেন।

এখন এ নিষ্পাপ শিশু (সাঃ) তাঁর চাচা আবু তালেবের ঘরে এসে গেলেন। এ শিশুর আদরে প্রকৃতির কারণে চাচা নিজের বাচ্চাদের চাইতেও তাঁর প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতেন। সর্বদা দৃষ্টি রাখতেন, এমন কি বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন হলে তাঁকে সাথেই নিয়ে যেতেন। একবার বিদেশে যাওয়ার ঘটনা শোন। সিরিয়া যেতে হয়েছিল। প্রিয় বালকটির বয়স তখন ১২ বছর। সিরিয়া একটি দেশের নাম। সেখানকার লেখা পড়া জানা বহিরা নামক এক খৃষ্টান সন্ন্যাসী তাঁকে দেখে বললেন, মনে হয়, এ ছেলে বড় হয়ে একদিন অনেক মর্যাদার অধিকারী হবে। ১

তাঁর সর্ব প্রকারের হেফাযতের ব্যবস্থা তো স্বয়ং খোদাতা'লাই করছিলেন। আরবে এই রীতি ছিল যে, সন্ধ্যার সময়ে সবাই একত্রিত হলে নানা প্রকার কেস্‌সা কাহিনী আর খারাপ কথা-বার্তা বলতে থাকত। দু'বার তাঁর চাচা তাঁকে নিয়ে সেই আসরে গেলেন। কিন্তু দুই বারই তাঁর ঘুম পেল। এভাবে খোদাতা'লা মিথ্যা কথা শুনা থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে নিলেন। আরব দেশের লোকদের মধ্যে গল্প গুজব করা ছাড়াও আরও বহু খারাপ অভ্যেস ছিল যা খোদাতা'লার নিকট পসন্দনীয় ছিল না। আমাদের প্রিয় রাজকুমার মুহাম্মদ (সাঃ) এসব কথায় কখনও যোগ দিতেন না। এসব খারাপ কথা বার্তার প্রতি তাঁর খুবই ঘৃণা ছিল। তাঁর বন্ধু-বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী, মহল্লার লোকজন জানতো যে, এ ছেলে মিথ্যে কথা বলে না, সত্য কথা বলে। কাউকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে না। এরূপ কোন কথা বলে না যাতে কারও মনে কষ্ট লাগে। দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধদের সাহায্যে করেন। যদি তাঁর নিকট কোন জিনিষ রাখা হয় তাহলে ঠিক সেভাবেই ফেরৎ দেন। এসব কারণে সবাই তাঁকে আদর করতো। দেখতেও সুন্দর, কথা-বার্তাও মধুর—পূণ্য ও উত্তম কথাবার্তা তিনি বলেন। মক্কার লোকদের মধ্যে এ চাঁদকে বড়ই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। ২ ৩

(চলবে)

সংবাদ

কাদিয়ানের সালানা জলসা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) এ বছর কাদিয়ানের সালানা জলসা ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য মঞ্জুরী দিয়েছেন।

আহবাবে কেরাম এ মহান আধ্যাত্মিক জলসায় যোগদান করার জন্যে এখন থেকেই সংকল্প ও প্রস্তুতি নিন এবং দোয়া করতে থাকুন যেন আল্লাহ্তালা এ আধ্যাত্মিক জলসাকে সকল দিক থেকে কামিয়াব করেন।

নাযের দাওয়াত ও তবলীগ
কাদিয়ান

সীরাতুনবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত

পরবর্তীতে নিম্নলিখিত জমাত ও সংস্থাগুলোতে সীরাতুন্নাবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে :

তারুয়া, নাসেরাবাদ, লাজনা ইমাইল্লাহ্-খুলনা, কুকুয়া, চট্টগ্রাম বিশ্ব বিদ্যালয় হালকা-চট্টগ্রাম, লাজনা ইমাইল্লাই-চট্টগ্রাম, পুরুলিয়া, রামপুর হালকা-ভাতগাঁ, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া-খুলনা

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

০ ঢাকা বোর্ডের অধীনে ১৯৯৪ সালের এস, এস, সি পরীক্ষায় মিস্ ফাহমিদা সুলতানা (রূপা) ৫টি বিষয়ে লেটার সহ ষ্টার মার্ক পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সে প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় টেলেন্টপুলেও বৃত্তি লাভ করেছিল। সে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী মোঃ সাদেক ভূঞা সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

০ জনাব লুৎফুল হক সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাহমুদ হাসান শিরাজীর প্রথমা কন্যা আমীনা নুসরাত হবিগঞ্জ সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ১৯৯৩ইং সনের অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম গ্রেডে বৃত্তি লাভ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্তা'লা যেন তাকে আরও উন্নততর শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করার এবং আহমদীয়্যতের সেবার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করেন তজ্জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

দোয়ার এলান

জামালপুর (হবিগঞ্জ) জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ মোঃ আবদুল করিম চৌধুরী অনেক দিন যাবৎ ডায়াবেটিকস রোগ সহ প্রেসার ও মানসিক রোগে ভোগছেন। তাঁর অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। তাঁর রোগ মুক্তির জন্য এবং পুনরায় জামাতের মহান দায়িত্ব পালনের শক্তি অর্জনের জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

আসহাবে কাহাফের পাতা

আবু রুকীম

ব্লাসফেমী, মুরতাদ ও ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কোথায় আছে ?

আজকাল বাংলাদেশের মোল্লা মৌলবী ও পীর সাহেবরা মাঠে নেমে আন্দোলন করছেন তথাকথিত ইসলামী আইন চালু করার জন্য। ঐ আইনগুলির মধ্যে ব্লাসফেমী এবং ধর্মত্যাগী বা মুরতাদদের জন্য মৃত্যুদণ্ড দাবী করা হচ্ছে। ব্যভিচার বা জিনার জন্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান চালু করবার জন্য তারা গান্ধী পদ্ধতিতে হরতাল এবং মাওসেতুং পদ্ধতিতে লংমার্চ করছেন। আন্দোলনের জন্য হরতাল ও লংমার্চের মত ভাল কোন মোক্ষম অস্ত্র ইসলামে না পাওয়ায় গান্ধীজী ও মাওসেতুং মার্কা 'বেদাতে হাসানা'কেই গ্রহণ করে নিলেন! মৌলবী সাহেবদের মতে ব্যভিচারের জন্য সঙ্গেসার, রজম বা পাথর মেরে হত্যার বিধানটি নাকি কোরআনে ছিল, এই পৃষ্ঠাটি হারিয়ে গেছে বা বকরীতে খেয়ে ফেলেছে (মহাল্লা ইবনে হাযম)। কী ভয়নাক কথা! মৌলবী সাহেবরা বলছেন, কোরআন যেভাবে নাযিল হয়েছিল সেভাবে নেই, আর ইসলামের শত্রুরা বলছে, We may, upon the strongest presumption, affirm that every verses in the Koran is genuine and unaltered (Life of Mohamed). একেই বলে, দানা দুশমন নাদান দোস্ত। কোরআন বলে, 'ব্যভিচারী কেবল ব্যাভচারিণী বা অংশীবাদিনীকে বিয়ে করবে' (নূর, ৮ আয়াত)। পাথর মেরে যদি মেরেই ফেলা হয় তাহলে বিয়ে করবে কারা? এর ফতোয়া মোল্লা সাহেবরা বের করেছেন। আর তা হল জিনাকারী যদি বৃদ্ধ বৃদ্ধা হয় তাহলে হত্যা করতে হবে। বলি, তাহলে নূর জাহানরা প্রাণ দেয় কেন?

উল্লেখ্য যে, বহু হাদীস তৈরী করা হয়েছে এসব ব্যাপারে। পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট আয়াতের বিরুদ্ধেও হাদীস আছে। আর তা রয়েছে বোখারীর মত প্রখ্যাত হাদীস গ্রন্থে। একটা উপমা দিচ্ছি। বোখারীতে আছে, একটা বাঁদর ব্যভিচার করেছিল, ফলে তাকে রজম বা পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছিল। দয়া করে মোল্লা মৌলবী সাহেবদেরকে জিজ্ঞেস করুন, বাঁদর কি বিয়ে করে? তার আবার জিনা কি? বাঁদরের নিকাহ কি তারা

পড়ান? উল্লেখ্য যে, কোরআনের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে মহানবী (সাঃ) তওরাতের বিধানকে অনুসরণ করতেন। কারণ মূল তওরাতও আল্লাহ্‌র কিতাব।

বোখারীতে আছে, ইব্রাহীম (আঃ) তিনবার মিথ্যা বলেছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী এই হাদীসকে অগ্রাহ্য করেছেন (কবীর)। অথচ পবিত্র কোরআন বলে যে, ইব্রাহীম (আঃ) সিদ্দিকান নবীয়া ছিলেন, অর্থাৎ সত্যবাদী নবী। এখন বলুন তো, কোরআন বিশ্বাস করব না হাদীস? আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইব্রাহীমকে (আঃ) সত্যবাদী বলায় মুফতী মোহাম্মদ শফী ভয়ানক রাগ করেছেন (মারেফুল কোরআন ৬ খণ্ড)।

ব্লাসফেমী সম্বন্ধে বলা হয়েছে, **The Mosaic law decreed death by stoning as the penalty for the blasphemer (The New Encyclopaedia Britanica Vol, 2 P...,276)**

অর্থাৎ এটি ইহুদীদের আইন। এই শাস্তির উল্লেখ দ্বিতীয় বিবরণ, ১৩:৫, ৯, ১৩—১৫ এবং ১৭:৫ পদে বর্ণিত হয়েছে। স্বয়ং যীশুকেও এই ঈশ্বর নিন্দার অপরাধে পাথর মেরে হত্যা করতে চেয়েছিল (যোহন, ১০:৩২—৩৬) **The jews answered him: For a good work we stone thee not, but for blasphemy: and because that thou, being a man makest thyself god.** স্বয়ং যীশুর বিরুদ্ধেই ইংরেজী বাইবেলে ব্লাসফেমী শব্দটাই লিখিত আছে। ব্যভিচারের শাস্তির কথা দ্বিঃ বিঃ ২২:২১, ২২ পদে আছে। মোল্লা মৌলবী সাহেবরা ইহুদীদের কাছ থেকেই এই সব বিধান প্রাপ্ত হয়েছেন। মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন, তাত্তাবিয়ানা সুনানা মান কাবলাকুম, কিলা ইয়ারাসূলাল্লাহি আল ইয়াহুদু ওয়ান নাসারা? কালাফামান, (মেশকাত)। এই উম্মত পূর্ববর্তীদের রীতিনীতিকে গ্রহণ করবে। জিজ্ঞেস করা হল, ওরা কি ইহুদী ও খৃষ্টান। উত্তর হল, হ্যাঁ। এই ভবিষ্যদ্বাণী কি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়নি? অবশ্যই পূর্ণ হয়েছে। আমরা এই ইহুদী সদৃশ মোল্লা-দেরকে প্রত্যাখ্যান করব। তৎসঙ্গে ইহুদী আইনকেও। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালে পাকি-স্তান আর্মী এদেশে ইহুদী মার্কা মৌলবাদীদের ফতোয়া প্রাপ্ত হয়ে যে অত্যাচার করেছিল তা-ও ইহুদী শাস্ত্র দ্বিঃ বিঃ ২০ অধ্যায়ের ১৬ পদ থেকেই নেয়া। এই ইহুদীয়াতের প্রতিকার একমাত্র প্রতিশ্রুত মসীহকে গ্রহণ করণ করার মধ্যেই নিহিত।

মানুষের জন্য সহানুভূতি

"মানবমণ্ডলীর সাথে সহানুভূতিতে আমার ধর্মমত এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রুর জন্যে দোয়া না করা হয় পরিপূর্ণভাবে বক্ষঃ পরিষ্কার হয় না.....কৃতজ্ঞতার কথা এই যে, আমাদের নিজেদের দৃষ্টিতে আমরা এমন কোন শত্রু দেখি না যাদের জন্যে ২/৩ বার দোয়া করি নি। এমন একজনও নেই আর আমি তোমাদেরকে বলছি.....। অতএব তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ, তোমাদের উচিত যে, তোমরা এমন এক জাতিতে রূপান্তরিত হও যে, যাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—ফাইন্নাহুম কাওমুন লা ইয়াশকা জালীসুহুম—অর্থাৎ তারা এমন এক জাতি যে, তাদের সাথে সহঅবস্থানকারী খারাপ হতে পারে না"।

(মলফুযাত: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭)

সম্পাদকীয়

মোবারকবাদ

এবার আন্তর্জাতিক বয়াতের মাধ্যমে পশ্চিম বঙ্গের তিন হাজার ভ্রাতা ভগ্নী আহমদীয়া মুসলিম জামাতে দাখিল হয়েছেন। সমগ্র ভারতে ষোল হাজারেরও বেশী লোক বয়াতের মাধ্যমে আহমদী জামাতে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এজন্য ভারতের বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের জমাতসমূহকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

ভারতের বহু জমাত পরিদর্শন করার সুযোগ আমার হয়েছে। কাদিয়ান সহ কাশ্মীর থেকে আন্দামান পর্যন্ত আমি সফর করেছি। পশ্চিম বঙ্গ এবং উড়িষ্যার বহু অঞ্চলে আমি গিয়েছি। ওখানকার আহমদীদের ভালবাসা আজো আমার হৃদয়ে সুরক্ষিত আছে। তাই তাদের সাফল্যে আমি আজ আনন্দিত।

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত কুরআন, আহমদী পত্রিকা এবং বই পুস্তক পশ্চিম বঙ্গের বহু ঘরে ছড়িয়ে আছে। এ ব্যাপারে আমরা কখনও কার্পণ্য করিনি। কারণ আমরা চাই আমাদের প্রকাশিত পত্র পত্রিকা পশ্চিম বঙ্গেও আহমদীয়াতের আলো প্রজ্জলিত করুক।

ভারত বাংলাদেশ রাজনৈতিকভাবে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র। কিন্তু আমাদের কাছে সমগ্র পৃথিবীই একটি ধর্ম রাষ্ট্র। এই ধর্ম রাষ্ট্রের কর্ণধার হলেন খলীফাতুল মসীহ (আইঃ)। বলা হয়, দেশ ও আদেশ শব্দ দু'টি একই ধাতু থেকে উৎপন্ন। এদিক দিয়েও সমগ্র বিশ্ব একটি দেশ। কেননা আল্লাহ্‌র আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত হবে এই 'বিশ্ব-দেশ'টি। আমাদের আল্লাহ্ এক, রসূল এক, ধর্ম এক, বিধান এক, যুগ খলীফা এক। অতএব, সমগ্র মানব জাতিও এক ও অভিন্ন। আর তারা 'আল খালকু আয়ালুল্লাহ্' বা এক আল্লাহ্‌রই মহা পরিবার।

আল্লাহ্‌তা'লা নবাগতদেরকে এস্তেকামাত দান করুন, আমীন।

(নির্বাহী সম্পাদক)।

লেখকদের প্রতি

কাগজের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং পাক্ষিক আহমদীর বাজেট বৃদ্ধি না পাওয়ায় আমরা পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করতে পারছি না। আমাদের হাতে বহু লেখা জমা পড়ে আছে যা উপরে বর্ণিত কারণে ছাপতে পারছি না। অনেকে 'চলবে' লিখে অসম্পূর্ণ লেখা পাঠিয়েছেন তা কখনও ছাপা সম্ভব নয়। এক পাতায় পূর্ণ রচনা স্পষ্টাক্ষরে লিখে সম্পাদক বরাবরে পাঠাতে হবে। যারা সংবাদ প্রেরণ করেন তারা সংক্ষিপ্ত আকারে সংবাদ পাঠাবেন। কারণ, আহমদীর পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না। নকল রেখে লেখা পাঠাবেন, কারণ প্রেরিত লেখা ফেরৎ দেয়া সম্ভব নয়।

আহমদী কর্তৃপক্ষ

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

30th September, 1994

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury